ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 July 2019 ■ আগরতলা, ১৪ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২৮ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

সিষ্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

## শীঘ্রই হবে ১১৯৫ জন শিক্ষক নিয়োগ
## অক্টোবর-নভেম্বরে টেট পরীক্ষার সম্ভাবনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** রাজ্যে শিক্ষক পদে শীঘ্রই নিয়োগ হবে। সে-মোতাবেক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শিক্ষা দপ্তরে। সূত্রের খবর, রাজ্যে ত্রিস্তর নির্বাচনের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলেই শিক্ষক নিয়োগ শুরু হবে। তাতে, এসটিজিটি, এসটিপিজিটি এবং টেট মিলিয়ে মোট ১১৯৫ শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি চলছে। এদিকে, আগামী ২৭ অক্টোবর টেট-১ এবং ৩ নভেম্বর টেট-২ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এককালীন ছাড় পেয়ে আবেদনকারী সহ অন্যান্যরা ওই পরীক্ষার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, টেট-১ এবং টেট-২ পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। তাতে, এককালীন ছাড় পেয়ে যারা আবেদন করেছিলেন তাঁরা পরীক্ষা দেবেন। অবশ্য, সাথে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্নরাও ওই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। সূত্রের দাবি, টেট-১ পরীক্ষায় ৭৬ হাজার ৪৯২ জন এবং টেট-২ পরীক্ষায় ৫৮ হাজার ৩৮২ জন আবেদন জানিয়েছেন। আগামী ২৭ অক্টোবর টেট-১ এবং ৩ নভেম্বর টেট-২ পরীক্ষা হতে পারে। সে-ক্ষেত্রে টেট-১ পরীক্ষা ৩০০টি বিদ্যালয়ে এবং টেট-২ পরীক্ষা ২৫০টি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সূত্রের দাবি, ৮ জেলায় সমস্ত মহকুমায় পরীক্ষার কেন্দ্র থাকবে।

সূত্রের আরো দাবি, পরীক্ষার পর যোগ্যতা অনুযায়ী বাছাই করা হবে। সেক্ষেত্রে টেট পরীক্ষা থেকে ৭০ নম্বর, এবং বিদ্যালয়-কলেজের নম্বরের ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ এবং বিএড কিংবা ডিএলএড এর জন্য ১৫ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। সূত্রের বক্তব্য, টেট পরীক্ষায় কাট অব মার্কস ৬০ শতাংশ রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রক্রিয়া চলছে। তাই মন্ত্রিসভায় এ-বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তবে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সমাপ্ত হলেই এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে, শিক্ষক পদে শীঘ্রই নিয়োগ করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে শিক্ষা দপ্তর। সূত্রের খবর, গত সেপ্টেম্বরে টেট উত্তীর্ণরা চাকুরীর জন্য ক্রমাগত আন্দোলন শুরু করেছেন। তাছাড়া, বিভিন্ন শূণ্যপদে এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই, ১১৯৫ জন শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। সূত্রের কথায়, এসটিজিটি ৬২৫ জন, এসটিপিজিটি ৭৫ জন এবং টেট উত্তীর্ণ অস্নাতক ১৮০ জন ও স্নাতক ৩১৫ জন শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তুতি নিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। এ-ক্ষেত্রে বাছাই প্রক্রিয়া কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে। এসটিজিটি এবং এসটিপিজিটি-র ক্ষেত্রে কাট অব মার্কস ৫০ শতাংশ নম্বর রাখা হয়েছে। এদিকে, একবার টেট উত্তীর্ণ হলে ৭ বছর পর্যন্ত এর মেয়াদ থাকবে বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

## পাহাড় লাইনে ধ্বস, ১৬ জুলাই পর্যন্ত বাতিল সমস্ত ট্রেন, দুর্ভোগে যাত্রীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** ভারী বর্ষণে অসমের শিলচর ও ত্রিপুরার দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। পাহাড় লাইনে রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ৮টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে এবং ৭টি ট্রেন আংশিক বাতিল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। ১৬ জুলাই পর্যন্ত পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে না বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, ভারী বর্ষণে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে জাতিঙ্গা লুমপুর-নিউ হারাঙ্গাজাউ স্টেশনের মধ্যকার ১১০ ভায়া ৪-৫ কিমি এলাকায় রেললাইন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তাতে, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ওই লাইনে ট্রেন চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। তিনি জানান, রেল লাইন সংস্কার শুরু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ক্রমাগত বর্ষণে সংস্কার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাঁর ধারণা, ১৬ জুলাই পর্যন্ত রেল লাইন সংস্কার কাজে সময় লাগবে। ফলে, ওই লাইনে একাধিক ট্রেন বাতিল এবং আংশিক বাতিল করা হয়েছে।

তিনি জানান, রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় ১৩ জুলাই আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস, আগরতলা-বেঙ্গালুরু হামসফর এক্সপ্রেস, এবং গুয়াহাটি-শিলচর প্যাসেঞ্জার, ১৪ জুলাই শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ও শিলচর-গুয়াহাটি প্যাসেঞ্জার, ১৫ জুলাই গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস ও ডিব্রুগড়-শিলচর বরাক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস এবং ১৬ জুলাই শিলচর-ডিব্রুগড় বরাক ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। তাতে স্বাভাবিকভাবেই শিলচর ও ত্রিপুরার যাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন।

রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় যাত্রীদের দুর্ভোগ এখানেই থেমে থাকবে না। কারণ, একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে। প্রণবজ্যোতি শর্মা জানান, ১৪ জুলাই শিয়ালদহ-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং ১৫ জুলাই আগরতলা-শিয়াদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করা হয়েছে। লামডিং পর্যন্ত এই ট্রেন যাতায়াত করবে। একইভাবে, ১৫ জুলাই শিয়াদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং ১৬ জুলাই শিলচর-শিয়াদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী ওই ট্রেনও লামডিং পর্যন্ত যাতায়াত করবে। তিনি আরও জানান, বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস উভয়দিকে আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ফলে, নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী ওই ট্রেন কামাক্ষা স্টেশন পর্যন্ত যাতায়াত করবে। একইভাবে, ১৫ জুলাই আগরতলা-আনন্দবিহার ও ১৬ জুলাই আনন্দবিহার-আগরতলা রাজধানী এক্সপ্রেসও আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ফলে, নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী ওই ট্রেন এখন গুয়াহাটি পর্যন্ত যাতায়াত করবে। এছাড়া, ১৬ জুলাই শিলচর-ত্রিবান্দ্রম ও ১৭ জুলাই ত্রিবান্দ্রম-শিলচর এক্সপ্রেস এবং ১৫ জুলাই শিলচর-নিউদিল্লি ও নিউদিল্লি-শিলচর পূর্বোত্তর সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেসও আংশিক

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে সাংসদ!

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** জেলা পরিষদের নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাংসদ রেবতী ত্রিপুরাকে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এ বিষয়ে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব কিছুই জানেননা। গত ১১ জুলাই জিলা পরিষদের রিটার্নিং অফিসার পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ডাঃ সন্দীপ মহাত্মে এক নিযুক্তি পত্র জারি করে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে তাঁর কার্যস্থল হিসেবে নিযুক্তি পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী ২৭ জুলাই জিলা পরিষদের নির্বাচনে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় ভোট সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্যও সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টানা বর্ষণে ব্যহত জনজীবন জলমগ্ন আগরতলা, দুর্ভোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** ক্রমগত বৃষ্টিতে ত্রিপুরায় জনজীবনে বিরাট প্রভাব পড়েছে। বড় প্রাকৃতিক দূর্যোগ দেখা না দিলেও, রাজধানী আগরতলা আজ ফের জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় নিত্যযাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আজ আগরতলায় সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ১৬.৪ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এদিকে, আগামীকাল দক্ষিণ জেলায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সাধারণত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। দুপুর থেকে টানা বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। তাতে, আগরতলায় বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিত্যযাত্রীরা সমস্যার মুখে পড়েন। বিভিন্ন স্থানে জল নিস্কাশনী মোটর চালু রাখা হয়েছে। তবুও, অনেক জায়গায় সন্ধ্যার পরও জল নামেনি।

আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামীকালও রাজ্যে ভারী বৃষ্টিপাত হবে। আগামীকাল দক্ষিণ জেলায় প্রচন্ড বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া, বাকি জেলাতেও ভারী বৃষ্টিপাত হবে। দপ্তর আরো জানিয়েছে, আজ সন্ধ্যে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলা বিমান বন্দর এলাকায় ১৬.৪ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। তবে, সারা রাজ্যের তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। দপ্তরের কথায়, গতকাল থেকে আজ সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত আগরতলায় ৪০.৬ এমএম, বিশালগড়ে ৭৪.৪ এমএম, এডিনগরে ৯৫.২ এমএম, খোয়াই ৪০.৪ এমএম, বিলোনীয়ায় ১৯ এমএম, সাব্রুমে ১৩২.৮ এমএম, কৈলাসহরে ৩১.৮ এমএম এবং পানিসাগরে ২৯.৬ এমএম বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক শরৎ দাস জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় বন্যা পরিস্থিতি এখনো হয়নি। কারণ, নদীগুলির জলস্তর স্বাভাবিক রয়েছে। তিনি বলেন, টানা বর্ষণে নদীর জল বাড়লেও, কিছুক্ষনের মধ্যেই জলস্তর স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। তাতে, আপাতত চিন্তার কোন কারণ নেই বলে দাবি করেন তিনি। এদিকে, গতকাল মুহুরী নদীতে নিখোঁজ যুবকের খোজ মিলেনি। আজ দিনভর এনডিআরএফ জওয়ানরা নদীতে তার তল্লাশি করেছে। কিন্তু, তাকে পাওয়া যায়নি। আগামীকাল ফের উদ্ধারকার্যে নামবেন এনডিআরএফ জওয়ানরা।




| | |
|---|---|
| আগরতলা | - ৪০.৬ এমএম |
| বিশালগড় | - ৭৪.৪ এমএম |
| এডিনগর | - ৯৫.২ এমএম |
| খোয়াই | - ৪০.৪ এমএম |
| বিলোনীয়া | - ১৯ এমএম |
| সাব্রুম | - ১৩২.৮ এমএম |
| কৈলাসহর | - ৩১.৮ এমএম |
| পানিসাগর | - ২৯.৬ এমএম |

শুক্রবার থেকে শুরু করে শনিবার সকাল ৮.৩০ মিঃ পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

## চরম আর্থিক সংকট, রাজ্যে সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতা বন্ধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** রাজ্যে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে সিপিএম। এমনই তাঁদের অবস্থা, সর্বক্ষণের পার্টি কর্মীদের ভাতাও বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, পার্টির তহবিল সংগ্রহেও ভাটা পড়েছে। এমনই চলতে থাকলে, আগামীদিনে দল পরিচালনায় রাজ্যে সম্পদ বিক্রি করতে হবে সিপিএমের।

সদ্য ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সিপিএম। এরই মধ্যে বিপ্লবীদের চরিত্র বেরিয়ে আসছে। ক্ষমতা থাকাকালীন অনেক পার্টি দরদী দরাজ হস্তে দান করেছেন। অথচ ক্ষমতাচ্যুত হতেই, তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সূত্রের খবর, রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর সিপিএমের সহমর্মিরা পার্টির দানপাত্রে কিছুই ঢালছেন না। আগে তাঁরাই সাধ্যমত দান করতেন। তাতে পার্টি তহবিলে প্রচুর অর্থ জমা পড়ত।

চলমান পরিস্থিতিতে সম্প্রতি বিরাট সিদ্ধান্ত নিয়ে সিপিএম রাজ্য কমিটি। সূত্রের খবর, পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে সিপিএম। আগে ৩-৫ হাজার টাকা ভাতা দেওয়া হতো তাঁদের। কিন্তু, তহবিল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, এই চিন্তায় সিপিএমের সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতা বন্ধ করে দিয়ে দূর্যোগ কাটাতে চাইছে দল। অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতা পরিবর্তনের পর সিপিএম সর্বক্ষণের কর্মীদের ভাতা বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই পথে এবার ত্রিপুরাও হাটল।

আপাতত, রাজ্যে সিপিএমের রোজগারের অন্যতম মাধ্যম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বেতন। বরাবরই সিপিএমের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাঁদের বেতন পার্টির তহবিল জমা দেন। এরপর পার্টি যোগ্যতা অনুযায়ী ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। সেই টাকা দলের তহবিল থেকে তাঁদের দেওয়া হয়। এই রীতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে।

এখন চাদা সংগ্রহও ঠিকমতো হচ্ছে না সিপিএমের। অভিযোগ, চাঁদা সংগ্রহে অতীতে বহু জুলুম হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মানিকভান্ডারে সড়ক দুর্ঘটনা, হত তিন, আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। একই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। শনিবার বিকেলে ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার মানিকভাণ্ডারের পুরাতন বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, একটি ছোট প্রাইভেট গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারে রাস্তার পাশে একটি গাছে। বিকট শব্দ শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং এই ঘটনা দেখেন। তাঁরা গাড়িতে আবদ্ধ আহতদের উদ্ধারে হাত লাগান, সেই সঙ্গে খবর দেন অগ্নিনির্বাপক দফতরের অফিসে ও কমলপুর থানায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটি কমলপুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## মাফিয়া দমনে তালিকা তৈরি হচ্ছে, শুরু হবে অভিযান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** মাফিয়াদের দুর্দিন আসতে চলেছে। রাজনৈতিক পরিচয়ও তাঁদের বাঁচাতে পারবে না বলে দাবি। কারণ, আগামী ২০ দিনের মধ্যে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোরতম পদক্ষেপ প্রস্তুতি চলছে। সূত্রের খবর, সারা রাজ্যে মাফিয়াদের তালিকা তৈরি করছে পুলিশ।

রাজ্যকে প্রত্যেক বিষয়ে মডেল রাজ্যে পরিণত করতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব'র সরকার এখন মাফিয়া ও গুন্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আরক্ষা দপ্তর বিধানসভা স্তরে অভিযান চালানো শুরু করে দিয়েছে। এই কাজে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগ ছারাও স্থানীয় নেটওয়ার্ককেও যুক্ত করা হয়েছে বলে খবর।

আরক্ষা দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আগামী ২০ দিনের মধ্যে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী অভিযান শুরু হবে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে মাফিয়ামুক্ত করতে চাইছেন। তাঁর দাবি, রাজ্যের মাফিয়াদের এবার দুর্দিন আসতে চলেছে। আগের মত রাজনৈতিক সংরক্ষণ এবার তাদের আর বাঁচাতে পারবে না। ওই পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ প্রশাসনকে মুক্তহস্তে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে বোধজং নগরের স্থানীয় মাফিয়া বিপ্লব বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় অপরাধ আইন নাসার আওতায় গ্রেপ্তারির মামলা সামনে এসেছে। বিপ্লব বিশ্বাস শাসক দলের কাছের ব্যক্তি হওয়া সত্বেও সরকার তার কোন সাহায্য করেনি। তার অপরাধ কাজের জন্য শাস্তি দিতে সরকার পুলিশ-প্রশাসনের কাজে কোনধরনের হস্তক্ষেপ করেনি। শোনা যাচ্ছে যে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরে রাজ্যের মাফিয়াদের তথ্য পুলিশ বিভাগ দ্বারা একত্রিত করা হচ্ছে। এর ফলে একসাথে অভিযান চালাতে সুবিধা হবে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন।

আসলে সিপিএমের শাসনে রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা লাগিয়ে মাফিয়াগিরী করার অপসংস্কৃতি রাজ্যে চালু হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ জুলাই।।** দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত মাইছড়া এলাকার বাসিন্দা রতন দত্ত(৪০) শনিবার ভোর রাতে নিজ বাড়িতে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। শনিবার সকালে রতন দত্তের বাড়ীর লোকজন ঝুলন্ত অবস্থায় উনার মৃতদেহ দেখতে পান। পরবর্তীসময় বাড়ীর লোকজনদের চিৎকার চেচামেচি শুনতে পেয়ে এলাকার লোকজন জরো হয়। সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যার বিষয়টি বিলোনীয়া আরক্ষাপ্রশাসনের নজরে আনা হয়। ঘটনার খবর শুনতে পেয়ে বিলোনীয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ নামিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য বিলোনীয়া হাসপাতালে নিয়ে যান।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## হাতির মৃত্যু এবং হাতির আক্রমণে মানব-হত্যার ঘটনায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শীর্ষে অসম, উদ্বেগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** হাতির মৃত্যু এবং হাতির পায়ের তলায় পিষে মানব-হত্যার ঘটনায় পূর্বোত্তরে শীর্ষে রয়েছে অসম। গত পাঁচ বছরের হিসাব ঘেঁটে এই চিত্র উঠে এসেছে। একইসাথে মিজোরাম এবং মণিপুরে এধরনের একটি ঘটনাও ঘটেনি, এই তথ্যও জানা গিয়েছে। এদিকে, সর্বশেষ হাতীসুমারী অনুযায়ী অসমে সবচেয়ে বেশী হাতি রয়েছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে লোকসভায় কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ো এই তথ্য দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, ২০১৭ সালে সর্বশেষ গণনা অনুযায়ী সারা দেশে ২৯,৯৬৪টি হাতী রয়েছে। মূলত, হাতীবহুল রাজ্যগুলি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই হাতির সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০১২ সালে হাতীসুমারী অনুসারে হাতীর সংখ্যা ছিল ২৯,৩৯১-৩০,৭১১। তাতে স্পষ্ট, গত পাঁচ বছরে হাতির সংখ্যা স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে, বলেন তিনি।

এদিন তিনি লোকসভায় জানান, ২০১৭ সালের সর্বশেষ গণনা অনুসারে পূর্বোত্তরে অন্য রাজ্যের তুলনায় অসমে সবচেয়ে হাতি পাওয়া গিয়েছে। অসমে ৫৭১৯টি হাতী রয়েছে। তাছাড়া, মেঘালয়ে ১৭৫৪টি, অরুনাচল প্রদেশে ১৬১৪টি, নাগাল্যান্ডে ৪৪৬টি, ত্রিপুরায় ১০২টি মণিপুরে ৯টি এবং মিজোরামে ৭টি হাতী পাওয়া গিয়েছে। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তরে হাতীর প্রজনন হার স্বাস্থ্যকর।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, পূর্বোত্তরে রাজ্যগুলির মধ্যে হাতির প্রজনন অসমে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু, তার বিপরীত চিত্রও অসমে খুবই করুন। তাঁর কথায়, অসমে সবচেয়ে বেশী পাওয়া গিয়েছে। তেমনি, হাতির মৃত্যুতে এবং হাতির পায়ের তলায় পিষে মান-হত্যার ঘটনাতেও অসম শীর্ষস্থানে রয়েছে। গত বছরে অসমে বছরভিত্তিক ঘটনার তথ্য তুলে ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২০টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৮টি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৭টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪৪টি এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৯টি হাতীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন কারণে হাতির মৃত্যুর ঘটনা অসমে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু অসমে সবচেয়ে বেশি বলে জানা গিয়েছে। রেল লাইন পার হওয়ার ট্রেনের ধাক্কায় হাতীর মৃত্যুর বহু ঘটনা ঘটেছে অসমে।

পূর্বোত্তরের অন্য রাজ্যগুলিতেও হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। তবে, অসমের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হাতির মৃত্যু হয়েছে ওই রাজ্যগুলিতে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে, গত পাঁচ বছরে মেঘালয়ে ১১টি, নাগাল্যান্ডে ৯টি এবং ত্রিপুরায় ১টি হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, অরুনাচল প্রদেশ, মিজোরাম এবং মণিপুরে গত পাঁচ বছরে একটিও হাতী মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি।

এদিন তিনি আরও জানান, হাতির পায়ের তলায় পিষে মান-হত্যার ঘটনায়ও অসম শীর্ষে রয়েছে। বছরভিত্তিক হিসেব তুলে ধরে তিনি বলেন, অসমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৫৪ জন, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩১ জন, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৯১ জন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭২ জন এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর কথায়, পূর্বোত্তরের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমে হাতির পায়ের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৭১ ◘ ১৪ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ২৮ আষাঢ় ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

# কথা বেশী কাজ কম

কথা বলিতে যাঁহারা উস্তাদ তাঁহারা কাজে কর্মেও কি সমান তালে আগাইয়া যান? এমন প্রশ্ন আজ উঠিতেছে। আমাদের নেতা মন্ত্রিরা যত কথা বলেন তাহার কত শতাংশ বাস্তবের মাটি পায় তাহাই আজ বড় প্রশ্ন। কথার পরে কথা, প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির ঢল বহিয়াছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হিরা রাজ্যের স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন। বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল চিটফান্ড কেলেংকারীর সিবিআই তদন্তের। দুই সাংবাদিক হত্যা তদন্ত ভার সিবিআই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কাজের কাজ কতখানি হইয়াছে বলা মুশকিল। যাহারা সিবিআই তদন্তের দাবীতে সোচ্চার হইয়াছিলেন তাহারাও নীরব নিস্তব্ধ। এই শহর আগরতলা সামান্য বৃষ্টিতে ডুবিয়া যায়। প্রতিশ্রুতির ঢল ছিল। কিন্তু জলের যন্ত্রণা সেই জায়গাতেই আছে। নতুন করিয়া কোনও কোনও এলাকায় জল বাড়িবার ঘটনাও দেখা যাইতেছে। ফলে, হতাশ শহরবাসী। বৃষ্টির সেই জল যন্ত্রণা হইতে যেন মুক্তি নাই। এই ভবিতব্যকে মানিয়া না নিয়া তো উপায় নাই। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিয়া অনেক ভাল ভাল সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। যেমন কৃষকদের নিকট হইতে ধান কেনা, রেশনে ডাল চিনির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিশ্চয় ভাল উদ্যোগ। নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে রাজ্যের বিজেপি সরকার সারা দেশের মধ্যে নজীর গড়িয়াছে। ফেন্সিডিল চোরা পাচারকারীরাই তো এই সমাজে টাকার কুমীর। তাহারা এখন অন্য ব্যবসায় টাকা ঢালিতেছে। নেশার বিরুদ্ধে অভিযানে ত্রিপুরার বুকে রীতিমতো বিপ্লব করিয়াছে নতুন সরকার।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, প্রতিশ্রুতির কত শতাংশ পালন করা সম্ভব হইয়াছে? এ রাজ্যে গণতন্ত্রের বিকাশ কতখানি হইয়াছে। সংবাদপত্র কত বেশী উপকৃত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের রেইট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ রাজ্যের ইতিহাসে সংবাদপত্রের ভূমিকা কতখানি তাহা তো নতুন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করিতে হইলে স্বাধীন সংবাদপত্রের বড় ভূমিকা আছে। ত্রিপুরা ছোট্ট রাজ্য, এখানে বেসরকারী বিজ্ঞাপন নাই বলিলেই চলে। রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে কতখানি উদার হইতে পারিবে তাহাই বড় কথা। ত্রিপুরার দীর্ঘ সংবাদপত্রের ইতিহাসে অনেক আক্রমণ দেখা গিয়াছে। যাহারা আক্রমণের কুশীলব ছিলেন তাহারা আজ জন ধিকৃত হইয়া ক্ষমতাচ্যুত। ইহাই প্রমাণিত যে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। যাঁহারা প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতে পারেন না তাহারা মানুষের বিশ্বাস হারাইবেন। রাজনীতি কখন কোন পথে আগাইবে তাহাও বলা মুশকিল। সিপিআই(এম) নেতা কর্মীরা কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন এমন পরিণতি হইবে। আজ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় দল একেবারেই বিধ্বস্ত। সেই গর্জমান প্রতিবাদ মিছিল নাই। সিপিএম ক্ষমতায় থাকিয়াই গর্জাইতে উস্তাদ। ক্ষমতা হারাইলেই তাহারা যেন তলাইয়া যায়। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সিপিএম বা সিপিএম প্রভাবিত বিভিন্ন সংগঠনের মিটিং মিছিল সভার প্রতিযোগিতা চলিত। আজ সবই ইতিহাসের গর্ভে বিলীন। রাজ্যের সিংহভাগ সিপিএম পার্টি অফিসে এখন বাতি জ্বালাইবারও লোক নাই। ক্ষমতা হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি কমিউনিস্ট পার্টির এমন পরিণতি হইতে পারে ভাবিতেও অবাক লাগে।

আজ রামভক্তদের রমরমা। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিংহভাগ আসনেই বিজেপি প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী। এই পরিস্থিতি গণতন্ত্রের গর্বকে কোথায় নিয়া যাইতেছে? অথচ আমরা স্বপ্ন দেখি। নতুন ত্রিপুরার স্বপ্ন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিটফান্ড কেলেংকারীর সিবিআই তদন্তের স্বপ্ন। সাংবাদিক হত্যার দোষীদের শাস্তির স্বপ্ন। এইসব স্বপ্নের মাঝে আছে বেকারদের বঞ্চনার নিরসনের স্বপ্ন। একথা খুব জোরের সঙ্গে বলা যাইতে পারে যে রাজ্যে বিরোধী রাজনৈতিক দল একেবারে দূর্বল। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াতে পারিতেছে না। কিন্তু পাহাড়ে উপজাতি রাজনীতি নতুন পথ খুঁজিতেছে। তলে তলে অনেক জল গড়াইতেছে। এই ত্রিপুরায় অতীতেও দেখা গিয়াছে পাহাড়ই পথ নির্দেশ করে। গ্রাম পাহাড়ে প্রশাসনের সুফল তেমন না পৌঁছানোর কারণে ক্ষোভ দেখা দিয়াছে। তাহাকে পুঁজি করিয়াই সেখানে নতুন রাজনীতির অংক কষা শুরু হইয়া গিয়াছে। আজ আসমুদ্র হিমাচল বিজেপির জয় জয়কার। বিজেপির কৌশলে ধরাশায়ী কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি। এক সময় কংগ্রেসের দখলে ছিল গোটা ভারত। কিন্তু সেই কংগ্রেস আজ বিধ্বস্ত। সুতরাং রাজনীতির গতি একখাতে বহিতে থাকে এমন নজীর নাই। দেশের মানুষের সামনে আজ নতুন করিয়া ভাবিবার সময়। দেশবাসী দেখিতেছে এখন কথা বেশী কাজ কম হয়। চলিতেছে প্রতিশ্রুতির প্রতিযোগিতা।

## হাইলাকান্দিতে বন্যার জলে নিখোঁজ জনৈক চা শ্রমিক

হাইলাকান্দি (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলায় বন্যার জলে তলিয়ে গিয়েছেন জনৈক চা শ্রমিক। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে হাইলাকান্দির সোনাছড়া চা বাগানে।

জানা গেছে, আজ শনিবার বিকেলে হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত সোনাছড়া চা বাগানের শ্রমিক জগদীশ ভূমিজ বন্যার জলে পড়ে হারিয়ে গিয়েছেন। বিকেলে বাগানের কার্যালয় থেকে রেশন নিয়ে ঘরে ফেরার পথে বন্যার জলে পড়ে যান তিনি। জগদীশ ভূমিজের সঙ্গীরা তাঁকে উদ্ধার করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হন। খবর যায় কাটলিছড়া থানায়। এই খবর লেখা পর্যন্ত পুলিশ বা সাধারণ প্রশাসনের কেউ ঘটনাস্থলে যাননি বলে জানা গিয়েছে। এদিকে মর্মান্তিক এই ঘটনায় এলাকায় শোক ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট বাগান এলাকায়। খবর ছড়িয়ে পড়েলে গোটা কাটলিছড়া তথা জেলায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, এবারের বন্যায় জলে পড়ে নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘটনা হাইলাকান্দি জেলায় এই প্রথম।

## সঙ্ঘের প্রতি বেড়ে চলেছে সমাজের সমর্থন : মনমোহন বৈদ্য

অমরাবতী, ১৩ জুলাই (হি.স.) রাষ্ট্র স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সমাজকে সঙ্গে নিয়ে সমাজের সহযোগিতায় কাজ করে চলেছে। শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় আয়োজিত তিন দিবসীয় প্রান্ত প্রচারকদের বৈঠকের শেষদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই জানালেন সহ-সরকার্যবাহ ডাঃ মনমোহন বৈদ্য।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ মনমোহন বৈদ্য বলেন, ভারতীয় জীবনবোধের ভিত্তিতে সমাজে পরিবর্তন হওয়া উচিত। এর জন্য প্রত্যেক স্বয়ংসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্রিয় করা হবে। সঙ্ঘের প্রতি সমাজের সমর্থন বেড়ে চলেছে। সঙ্ঘের সম্পর্কে আরও বেশি জানার বিষয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা গ্রাম বিকাশের জন্য কাজ করে চলেছে। এর জেরে গোটা দেশের ৩০০টি গ্রামে পরিবর্তন হয়েছে আর ১০০০টি গ্রামে কাজ চলছে। জৈব চাষ, গোশালা, সমাজে সৎভাব জাগ্রত করার জন্য কাজ করে চলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলন চলার সময় অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ অরুণ কুমার আর প্রান্ত সঙ্ঘচালক শ্রীনিবাস রাজুও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন লোকসভা নির্বাচনে ভোটদানের হার বেড়েছে। এর জন্য জনসচেতনতা অভিযানে স্বয়ংসেবক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। গোটা দেশে ৫.৫ লাখ গ্রামের মধ্যে ৪.৫ লাখ গ্রামে স্বয়ংসেবকেরা সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সঙ্ঘের রচনা অনুযায়ী ৫৬ হাজার মণ্ডলের মধ্যে ৫০ হাজার মণ্ডল পর্যন্ত স্বয়ংসেবকেরা পৌঁছিয়ে গিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, সাতদিনের প্রশিক্ষণ-প্রাথমিক শিক্ষা বর্গে প্রতি বছর এক লাখ থেকে বেশি মানুষকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চলেছে। ওয়েবসাইটে জয়েন্ট আরএসএস ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ২০১৪ সালে প্রথম ছয় মাস ৩৯৭৬০ রিকোয়েস্ট পাওয়া গিয়েছে। ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭২০০। ২০১৮তে ৫৬৮৯২। ২০১৯তে ৬৬৮৩৫ মানুষ সঙ্ঘে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এর মধ্যে বেশির ভাগের বয়স ৪০ বছর বয়সের মধ্যে।

ডাঃ বৈদ্য বলেন, জাগরণ পত্রিকার

ছয়ের পাতায় দেখুন

# পশ্চিম বাংলার দিকে নজর এখন শাহর

**নারায়ণ দাস**

যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগোচ্ছেন সংঘাতের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হচ্ছে। এর শেষ কোথায় তা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা প্রথমে বলেও, পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে তিনি গেলেন না। সেটাও অনেকের চোখে লেগেছে। তিনি যদিও নির্বাচনে এনডিএ-র সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তারপর নীতি আয়োগের বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী গেলেন না। যুক্তি হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে জানালেন, যেহেতু এই সংস্থার আর্থিক কোনও ক্ষমতা নেই, তাই এই বৈঠকে যোগদান অর্থহীন। তারপর প্রধানমন্ত্রীর 'এক দেশ, এক নির্বাচন' এক সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার আগে দেশের রাজনৈতিক দলগুলির প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করা ও মতামত নেওয়ারর জন্য সম্প্রতি রাজধানীতে যে বৈঠক হল, তাতেও যোগদান করা থেকে বিরত রইলেন তিনি। এক্ষেত্রেও তিনি চিঠি লিখে তাঁর মতামত জানালেন।

যদিও দেশের ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ১৯টি দল এই বৈঠকে যোগ দেয়নি। ২১ দলের প্রধানরা এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। আলোচনা-অন্তে এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মমতা যাননি, আসেননি তেলেগু দেশমের চন্দ্রবাবু নাইডু, যিনি নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পর একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন। না যোগ দেওয়ার দলে আরও রয়েছেন অন্যতম বিরোধী দল কংগ্রেসের সভাপতি (?) রাহুল গান্ধি, এসপির অখিলেশ যাদব, বিএসপির মায়াবতী, আম আদমি পার্টির অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং ডিএমকে এম কে স্ট্যালিন। কোনও কোনও দল তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু শুধু দলগুলির প্রধানদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তাই তাদের আসাটা মেনে নেওয়া হয়নি। মোদি সরকারের তরফে পরেদাবি করা হয়, বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত হয়ে আলোচনায়' অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা মোটামুটিভাবে 'এক দেশ, এক নির্বাচন'-এর সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী অনেকদিন থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। কিন্তু বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু রাজনৈতিক দলগুলির কথার ওপরই নির্ভর করে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, কিনা, তাও বিচার্য। লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে হলে কী কী বিষয়ে সুবিধে, অসুবিধে এবং সমন্বয়ের দিকটাও বিবেটনা মধ্যে আনতে হবে।

শুধু এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক না যাওয়া নিয়ে নয়, প্রধানমন্ত্রী ও মমতার মধ্যে সম্পর্ক শীতল হতে শুরু হয়েছে আরও একটি কারণে যখন ঘূর্ণিঝড় 'ফণী'র তাণ্ডবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হল কিনা তা জানতে প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে যে টেলিফোন করেছিলেন তা তিনি ধরেননি। বিষয়টি নিয়ে বেজিপে নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনায় সরব হন। তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন একটি অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে, তাও তাঁর রাজ্যের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে তা তিনি ধরবেন না? কোনও কারণে ফোন দরতে না পারেলও, পরে তিনি নিজেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতেন, তাতে সৌজন্যের প্রকাশ পেত। এর পরেও প্রধানমন্ত্রী কোনও জরুরি বিষয়ে আলোচনা করতে যদি বৈঠক ডাকেন, তাহলে তি মুখ্যমন্ত্রী যাবেন না? প্রশ্ন অনেকের। যদিও মুখ্যমন্ত্রী দুটি বৈঠকেই না যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে প্রধনমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি যে বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন, তার যৌক্তিকতাও অস্বীকার করা যায না। মুখ্যমন্ত্রী ভাল করেই জানেন, কেন্দ্রে সম্পর্কে তিক্ততা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি অঙ্গরাজ্যের চলে না। নানা বিষয়ে কেন্দ্রে সহযোগিতা একটি রাজ্যের চলতে গেলে প্রয়োজন। এখনও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকার এই দুই বছরের জন্য ক্ষমতাসীন থাকবে---বিধানসভা নির্বাচন ২০২১ সালে। যদিও এই সময়ের মধ্যে কোনও অঘটন না ঘটে, এবং রাজ্যের সার্বিক আইনশৃঙ্খলার আর অবনতি না হয়। নির্বাচনোত্তর সংঘর্ষ এবং প্রাণহানি নিয়ে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের কাছে তিনটি রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই কাজকে ভালোভাবে নেননি। তাঁর মতে, নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা থামাতে প্রশাসন সক্রিয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে। যেহেতু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে, তার জন্য কেন্দ্রে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই।

তবে এটাও ঠিক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর যে সম্পর্ক ছিল, বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তা নেই। তাছাড়া অমিত শাহের চোখ এখন এই রাজ্যের ওপর নিবদ্ধ। এ রাজ্যে ক্ষমতা হাতে পাওয়ার পথে অনেকেটাই এগিয়েছে গেরুয়া শিবির। লোকসভা নির্বাচনে এই শিবিরের চমকপ্রদ সাফল্য তাই প্রমাণ করে। অমিত শাহর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়া মানে রাজ্যে সরকারের মাথায় বাজ---কখন কী করে ফেলেন। সুতরাং আইনশৃঙ্খলায় লাগামটা মুখ্যমন্ত্রীকে অতি শক্ত হাতেই ধরতে হবে। এ ব্যাপারে কোনও শিথিলতা না থাকে।

জানা যায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠিত, হয়েছে, কিন্তু এখনও পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নানা হিংসার ঘটনা ঘটেছে যদিও দেশের অন্যান্য রাজ্য এ ব্যাপারে ঘটনাহীন। রাজ্য সরকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এই ব্যর্থতা মেনে নেওয়া যায় না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানেই থামেননি, ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত হিংসার ঘটনায় কত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তারও একট পরিসংখ্যান দিয়ছেন। তাতে বোঝা যায় তিনি এ রাজ্যের ব্যাপারে কতটা মাথা ঘামাচ্ছেন।

এখন মুখ্যমন্ত্রীর সমস্যা যেমন ঘরে, তেমনি বাইরে। কেন্দ্রে সঙ্গে একটি শীতল সম্পর্ক চলছেই। প্রধানমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগদান না করে নিয়ে অনেকের মনেই নানা প্রশ্ন জেগেছে। বিজেপি নেতারা তো তাঁর সমালোচনায় এরপর আরও সরব। অপরদিকে ঘরে অর্থাৎ তাঁর নিজের দলের মধ্যেও শৃঙ্খলা তলানিতে নেমেছে। নির্বাচনে তাঁর দলের বিপর্যয় তাঁকে আরও উতলা করে তুলেছে। তিনি বিব্রত । কোন দিকটা সামলাবেন? তিনি মুখ্যমন্ত্রী সুতরাং রাজ্যের প্রায় ৯ কোটি মানুষের কল্যাম, তাদের দেখভাল করা, তার সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নে গতি আনা তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আবার তিনি তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী। দলের ভালোমন্দ, দলের কাজকর্ম, বিভিন্ন স্তরে জনপ্রতিনিধিদের পারফরমেন্সের খবরও তাঁকে নিতে হয়। তার বাইরে থাকে প্রতিদিনের ঠাসা কর্মসূচি। দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব অনেকেদিন থেকেই আছে, তা এখন আরও বেশি মাথাচাড়া দিয়েছে। বড় দল হলে আর দলে মাতব্বর বেশি হলে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। তার নিয়ন্ত্রণ প্রথম থেকেই শক্ত হাত প্রয়োজন। সুতরাং এই অবস্থা থেকে দলের আবর্জনাসম মুখগুলি সরিয়ে দিয়ে দলকে আবার ঝকঝকে করে তোলা দরকার। দুটি কাজই তাঁর পক্ষে করা আগের মতো অত সহজ নয়। তার ওপর দল ভেঙে বিজেপিতে যোগদানের হিড়িক লেগেই আছে। বিজেপির এখন প্রধান খেলা তৃণমূলে ভাঙন আরও বেশি করে ধরানো। সেদিক থেকে কিছুটা সফল তারা। তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত কাজে দিল্লি গেলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিতে যাচ্ছেন। এই দল ভাঙার খেলা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা বলা কঠিন। তৃণমূল নেত্রী অবশ্য বলেছেন, যাঁরা যেতে চান তাঁরা চলে যান, শূন্য গোয়ালও যদি হয় সেও ভালো। কিন্তু তিনি বললেও দলে থেকে যাঁরা আহরণ করছেন তাঁদের তাড়ানো কঠিন বিশেষ করে যতদিন ক্ষমতায়।



এরই মধ্যে খবরে জানা যায়, নির্বাচন প্রচারকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে 'গণতন্ত্রের থাপ্পাড়' মারতে চাইলেও তা ভুলে গিয়ে তাঁর কাছে উপহার হিসেবে বাংলা ঐতিহ্যবাহী সুস্বাদু আম পাঠানোর সৌজন্য থেকে এবারও তিনি সুরে আসছেন না। ঠিক হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী এবারও প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বেশকিছু মন্ত্রী, সোনিয়া গান্ধি, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছে বাংলার সুমিষ্ট আম পাঠাবেন, যেমন পাঠান প্রতি বছরই। আমের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য কুর্তা পাঠানো হবে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে এই আম-সৌজন্য তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দেখাবেন কিনা তা জানতে কিন্তু কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর ব্যর্থতার জন্য তুলোধনা করছেন তখন প্রধানমন্ত্রী মজা করে বলেছিলেন, 'দিদি আমাকে দেখতে না পারলেও, প্রতিবছর তাঁর কাছ থকে আমার জন্য বাংলার প্রসিদ্ধ আম আর কুর্তা আসে'।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

# গানের তাজমহলের শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য

**চঞ্চল বন্দ্যোপাধ্যায়**

নম্র, সুরেলা ও দরদি কণ্ঠে গান শেষ হয়েও যেন হয় না। একদিকে বিরহ-বেদনার আবেগঘন পকাশ, অন্যদিকে রোমান্টিক মেজাজ---এই দুইয়ে মিলে সেইসব গান গড়ে তোলে স্বাতন্ত্র্যের এক আলাদা ভুবন যার আবেদন ফুরায় না। সময় যতই এগিয়ে যাক, সেই সুরের অনুরণন চলতে থাকে প্রবীণ শ্রোতাদের মনে, নবীন গায়কদের কণ্ঠে। তিনিই সেই স্বর্ণযুগের এক অনন্য স্বর্ণকণ্ঠ, পিন্টু ভট্টাচার্য। সেই কণ্ঠে 'চলে না দীঘার সৈকত ছেড়ে ঝাউ বনে ছায়ায়' কত সহজেই হয়েওঠে রোমান্টিক ভাবনার এক সময়হীন প্রকাশ। প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে মিশে এক চিরকালীন অনুভব তৈরি হয়, কথা সুর ও গায়নভঙ্গিতে। 'তুমি নির্জন উপকূলে নায়িকার মতো' গানটিতেও অবলীলায় সৃষ্টি করেন একই রোমান্টিক আমেজ। এই আবহ সৃষ্টির দক্ষতাই পিন্টু ভট্টাচার্যের গানকে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর শিল্পী জীবনের বিকাশে কয়েকজন শিল্পী ও সুরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্যের। প্রথমজন মহাশিল্পী ধনঞ্জয় ভটাচার্য। তিনিই প্রথম শিক্ষাগুরু যিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়ছিলেন। স্মৃতিতর্পণে জানিয়েছেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, উদ্দেশ্য গান শেখা। পরে পিন্টুর কণ্ঠে গান শুনেই বিনা পারিশ্রমিকে শেখাতে রাজি হয়ে যান। গ্রামোফোন কোম্পানিতে প্রথম যাওয়াও গুরুর হাত ধরেই। তরুণ এই প্রতিভকে চিনে নিতে ধনঞ্জয়ের দেরি হয়নি।

দ্বিতীয় জন ডঃ নচিকেতা ঘোষ সুরের জাদুকর। শিল্পীর কালজয়ী যে গানগুলির ওপর দাঁড়িয়ে তাঁর চিরস্থায়ী খ্যাতির সৌর্য, তার প্রধান কয়েকটিরই সুরস্রষ্টা তিনি। প্রথমেই মনে আসে সেই আইকনিক গানটি যা এখনও রিমেক রিমেক হয় নতুন প্রজন্মের গায়কদের কণ্ঠে—'এক তাজমহল গড়ো হৃদয়ে তোমার হারিয়ে গেলে'।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হবার পর থেকেই এর জনপ্রিয়তা তথা মহিমা আজও অম্লান, শিল্পীর নামের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। পিন্টু জানিয়েছেন, নচিকেতা ঘোষ ১৫ মিনিটের রে সুর দিয়ে, নিজে গেয় ও শিল্পীকে নির্দেশমতো গাইয়ে গানটি তৈরি করেন। জনপ্রিয় দুপুরে দুষ্টু বাঁশি বাজে গানটিও যত্ন নিয়ে কথা, বদল করিয়ে তৈরি করেছিলেন, জানিয়েছেন পিন্টু। এর উল্টোপিঠে 'শেষ দেখা সেই রাতে' এক ধ্রুপদি আভিজাত্যে অনন্য। প্রকাশর সময় (১৯৬৯) থেকে আজ পর্যন্ত এ গানের মুগ্ধতা অক্ষুন্ন আছে। শিল্পীর গলা ও গায়কির বৈশিষ্ট্য যেভাবে সুরের চলনকে ফুটিয়েছে তার তুলনা নেই। এ গানের রোমান্টিক আবেদনও পুরনো হবার সুযোগ নেই।

পিন্টু লিখেছেন, নচিকেতা ঘোষের কাছে গানটাই প্রধান ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আর্টিস্ট নন। কাকে দিয়ে ঠিক কী হবে তা তিনিই ঠিক করবেন, পৃথিবীর অন্য কেউ নয়। এই কারণেই, পিন্টুকে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন আরও দুটি বিশিষ্ট সৃষ্টির রূপায়ণের জন্য---'দুটি চোখ জেগে বয়' এবং 'দেখা মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে চাঁদ। সুর ও গাওয়ার মুন্সিয়ানায় বজায় রয়েছে সেই অকৃত্রিম ধ্রুপদিয়ানটুকু।

এরপর জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়। এতটাই অন্তরঙ্গ ছিলেন যে, নিজের চেয়ে নিয়েছিলেন তাঁর কথা ও সুরে সেই বিখ্যাত 'আমি ফুলকে যেদিন ধরে বেঁধে আমার সাজি ভরেছি, আমি সেদিন থেকেই জেতা বাজি হেরেছি। জানা যায়, নদীতে নৌকায় তাঁর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। সেই গান যে অনুভূতি ও বোধ নিয়ে গাইলেন (১৯৭৮), তা তাঁর মগ্নচৈতন্যের গান হিসেবে রসিকদের কাছে স্মৃতিধার্য হয়ে রইল, চিরকালের মতো। পরবর্তীকালে পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী অবশ্য এটি নিজের রাগসমৃদ্ধ ভঙ্গিতে নানা তান সহেযোগে রিমেক করেন। তবে। সঙ্গীতপ্রেমোদের অনেকেরই পিন্টুর গানটিই বেশি ভাগসমসৃদ্ধ মনে হয়। জটিলেশ্বরের সুরে আরও গাইলেন 'প্রেমের বাঁশি বাজের যুগ যুগান্তে'। গুরুস্থানীয় বিখ্যাত শিল্পী ও সুরকার শৈলেন মুখোপাধ্যায়। তাঁর সুযোগ্য সহায়তায় ও সুরে প্রথম গান ছন্দময় 'আহা কি নীল মেঘের আলপনা' (১৯৬৩)। তারপর স্মরণীয়—'যে গান তোমায় আমি শোনাতে চেয়েছি', 'সবাই যখন চলে যাবে গো' এবং অনবদ্য ঠুংরীর চলনে প্রাণবন্ত 'সে যখন বললো চলি।' চারটি গান চাররকম স্বাদেশ।

অনল চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট এই সুরকারের সৃষ্টি সার্তক হয়েছে পিন্টুর কয়েকটি সেরা গানে যা আবেগময় ও ভাবপ্রধান, অন্যাদিকে রোমান্টিক আমেজে ভরপুর। শিল্পী জীবনের গোড়ার দিকেই রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রথম ধারার জনপ্রিয় 'ফিরে যেতে চাই', 'না দেখাই ছিল বাল', 'আমার যাবে ভুলে' ইত্যাদি গানগুলিতে। এক মরমি আত্মদুঃখের ভাব জড়িয়ে ছিল , যা বাঙালির পছন্দের হয় ওই সময়টা। কিন্তু 'জানি না কখন যে সেকিছু কিছু পিছুটান রেখে গেছে' প্রকাশ মাত্রই (১৯৬৮) হয়ে ওঠে। রোমান্টিকতার এক আইকনিক গান, যার আমেজ আজও বজায় আছে। সেজন্যই তা কালজয়ী। সোনা রোদের গান (৭৬) -ও তাই। সেরা বাংলা গানের একটি হয়ে ওঠে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের আলো মনে ছড়ায়। সুরকার এখানে শিল্পীর কণ্ঠসম্পদ ও গায়নভঙ্গিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সৃষ্টি করেছেন সেরা বাংলা গানের দুটি অনুপম নিদর্শন। আবার ভয় হয় এত ভালবেসেছো আমায় এবং ভুল ভেঙে গেলে আবেগময়।

> তাঁর শিল্পী—জীবনের বিকাশে কয়েকজন শিল্পী ও সুরকারের ভূমিকা অগ্রগণ্যের। প্রথমজন মহাশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। তিনিই প্রথম শিক্ষাগুরু যিনি তাঁকে প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন। স্মৃতিতর্পণে জানিয়েছেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয়, উদ্দেশ্য গান শেখা। পরে পিন্টুর কণ্ঠে গান শুনেই বিনা পারিশ্রমিকে শেখাতে রাজি হয় যান। গ্রামোফোন কোম্পানিতে প্রথম যাওয়াও গুরুর হাত ধরেই। তরুণ এই প্রতিভকে চিনে নিতে ধনঞ্জয়ের দেরি হয়নি।

সলিল চৌধুরীর সেরা দুটি সৃষ্টিও তাঁর জনপ্রিয় গানের ডালিতে—'অআমি চলতে চলতে থেমে গেছি' এবং 'ওগো আমরা কুন্তলীনি প্রিয়ে' (১৯৭২) । শিল্পী জানিয়েছেন, নিজে উদ্যোগ নিয়ে মুম্বাইতে গিয়ে রেকড করেন। প্রথমটি পরেলতার কণ্ঠে বাংলায় ও মুকেশের কণ্ঠে হিন্দি ছবিতে জনপ্রিয় হয়।

দেখা গেল, কত ভিন্নধর্মী সুররচনা কত সহজেই নিজের মতো করে গেয়েছেন। ফলে, তাঁর নিজস্বতার গান হয়ে সেসব স্মরণীয় হয়ে আছে। এমন আরও কয়েকজন বিশিষ্ট সুরকারের সৃষ্টি পিন্টুর অনুভবী কণ্ঠে —'দরদি হারা মন আমার' (সুর প্রবীর মজুদার)। 'এবারআমায় একা থাকতে দাও' (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়),'ময়ুরপঙ্খী চড়ে সাতসাগরের পারে' (শ্যামল মিত্র, ) 'আবার এসেছে দেখ' (অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান, রম্যগীতিতে গেয়েছিলেন কথা ও সুরে বিশিষ্ট 'অনেকে পাওয়ার মাঝে' (সুর শৈলেন মুখ্যোপাধ্যায়)। 'ও গো শ্রান্ত দিনের ভ্রান্ত পথিক পাখি'। (অনিল বাগচি) 'আমি তীরে এসেছি' (অমলেন্দু বিকাশ করচৌধুরী)।

এত প্রকাশ বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বাংলা ছবিতে খুব বেশি গাইবার সুযোগ পাননি, আর একক কণ্ঠে কমই গেয়েছেন। তবে রসিকদের মনে আছে কয়েকটি জনপ্রিয় দ্বৈতসঙ্গীত ও সমবেত কণ্ঠের গান—'সহসা এর বরষা বৈশাখ' (শ্যামল মিত্রর সঙ্গে দ্বৈতকণ্ঠে, পানা হীরে চুনী ছবিতে)। 'কাল খুশির তুফান উড়িয়ে' (হারমোনিয়াম, আরতি মুখ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে)। 'ভাল বেসেবেসে বাসরে ভালো' (সাগিনা মাহাতো, অন্যদের সঙ্গে'। দীঘা দীঘা দীঘা' (বিকেলে ভোরের পুল অন্যদের সঙ্গে)। আর একক কণ্ঠে বিহঙ্গরে দিগন্তে তোর পাখা মেলে দে' (বোধন) দরদ ও আবেগভরা, মরমি শিল্পীসত্তার প্রকাশে মর্মস্পর্শী। 'আকাশে ছন্নছাড়া ও মনোগ্রাহী, গায়িকর অনুসারী। আসা যাওয়ার পথে পথে সুখে সাথে (সন্ধি) পরিচিতি পায়। আর বিখ্যাত নজরুলগীতি শাওন রাতে যদি তাঁর কণ্ঠেও শোনবার মতো। একদিন গেয়েছিলেন, জানি পৃথিবী আমায় যাবে ভুলে। ইতিহাস সে কথা মিথ্যা প্রমাণ করেছ। এতবছর পরেও গানের পৃথিবী তাঁকে ভোলেনি । আর ভুলবেও না,যতদিন আধুনিক বাংলা গান থাকবে তার রোমান্টিকতা ও আবেগের ঐশ্বর্য নিয়ে। শ্রোতাদের হৃদয়ে যে গানে গানে সুরের এক তাজনহল গড়া আছে। যা অক্ষয়, অমর। হারিয় যাবার নয়। শিল্পীর জীবনকাল ১৯৪০-২০১১।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

# এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

## বাংলাদেশের উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের উর্ধতন কর্মকর্তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেছেন, আপনারা দেখেবেন দুর্নীতির কারণে আমাদের অর্জনগুলো যেন নষ্ট হয়ে না যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার সকালে তাঁর তেজগাঁওস্থ কার্যালয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আপনারা (জেষ্ঠ্য সরকারী কর্মকর্তা) তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।যাতে করে আমাদের এত কষ্টের অর্জনগুলো দুর্নীতির কারণে নষ্ট না হয়ে যায়।প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,আমরা এত খেটে, সারাদিন এত কাজের পরে যদি দুর্নীতির কারণে সব অর্জন নষ্ট হয়ে যায় সেটা হবে খুব দু:খজনক। এটা কোনভাবেই সহ্য করা হবে না।তিনি এ বিষয়ে সকলকে দায়িত্বশীল হওয়ার পাশাপাশি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়ারও আহবান জানান।তিনি বলেন, যে ঘুষ নেবে সেই কেবল অপরাধী নয়, যে ঘুষ দেবে সে ও অপরাধী। কাজেই দুর্নীতির কারণে আমাদের উন্নয়নটা যেন বাধাগ্রস্ত না হয়, সে বিষয়ে সকলকে খেয়াল রাখতে হবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) মূলত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা দলিল।একইভাবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ সংযুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহের সঙ্গে এবং দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রধানগণ মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ, এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত কার্যক্রমসমূহ এবং এ কার্যক্রমের ফলাফল পরিমাপের জন্য কর্মসম্পাদন সূচক ও লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।সংশ্লিষ্ট অর্থবছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ বছরের চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকৃত অর্জন মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রথম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বা এপিএ প্রবর্তন করা হয়। এবার ৬ষ্ঠ বছরের মত এ চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের যে মানুষগুলি তাঁদেরকে সকল নাগরিক সুবিধাটা আমরা দিতে চাই। যাতে করে তাদেরকে কাজ খোঁজার জন্য আর গ্রাম থেকে শহরে আসতে না হয়। নিজের গ্রামেই সব ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা তারা পেতে পারে।তিনি বলেন, মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বাড়ার ফলে এবং যেহেতু আমরা ঘোষণা দিয়েছি 'আমার গ্রাম আমার শহর' তাই যত্রতত্র দালান কোঠা ও স্থাপনা তৈরী হওয়ায় কৃষিজমি কমে যাওয়ার একটা আশংকা দেখা দিয়েছে।এ বিষয়ে মাষ্টার প্লান থাকা এবং তা যথাযথভাবে কার্যকরের ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,এটা বোধ হয় আমাদের একটু দেখা উচিত যে, কিভাবে আমাদের কৃষি জমিগুলোকে আমরা রক্ষা করবো। পরিবেশ এবং প্রতিবেশ রক্ষা করে উন্নয়ন যেন পরিকল্পিতভাবে করা যায়।

শিল্পায়নের জন্য সারাদেশে একশ' বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন,যত্র তত্র যেখানে সেখানে ঘর-বাড়ি এবং কল কারখানা এভাবে যদি হতে থাকে তাহলে যেমন আমাদের আবাদি জমিও নষ্ট হবে তেমনি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য নাগরিক সুবিধা দেওয়াটাও একটু কঠিন হয়ে যাবে।তিনি এজন্য মানুষকে বোঝানোর এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপনা নির্মান করলে তারা যে সুবিধাগুলো পাবেন সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের অবহিতকরণের জন্য প্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রতি আহবান জানান।একইসঙ্গে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে একটি বৈশ্বিক সমস্যা আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যাধি নির্মূলে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার, যাতে করে কোনভাবেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকারও আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়,বিভাগ এবং দপ্তরের সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ একযোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করে একে একে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তা তুলে দেন।বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদনের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুষ্ঠানে ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে সম্মাননা পত্র এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।এরমধ্যে ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি সম্পাদনে সাফল্যের বিবেচনায় বিদ্যুৎ বিভাগ প্রথম, বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ দ্বিতীয় এবং জ্বালানি এবং খনিজ সম্পদ বিভাগ তৃতীয় স্থান অর্জন করায় অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবদের হাতে প্রধানমন্ত্রী ক্রেস্ট এবং সম্মাননা পত্র তুলে দেন।শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সরকারী কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানে সরকার প্রদত্ত ২০১৭-১৮ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার লাভ করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আব্দুল মালেক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরুপ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে সম্মাননা পত্র গ্রহণ করেন।বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রলালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সচিবগণও প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে এপিএ'র সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা পত্র গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মন্ত্রী পরিষদ সচিব মো. শফিউল আলম, মুখ্য সচিব মো. নজিবুর রহমান এবং বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড়আহমেদ কায়কাউস বক্তৃতা করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, বিভিন্ন সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ, বিভিন্ন বিভাগ এবং দপ্তরের প্রধানগণ, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।অনুষ্ঠানের শুরুতে সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের ওপর একটি ভিডিও ডকুমেন্টারী প্রদর্শিত হয়।ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব। সেইসঙ্গে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ পর্যন্ত সময়কে আমরা 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছি।

তিনি বলেন, এর মধ্যে বাংলাদেশে একটা ভিক্ষুকও থাকবে না। একটা মানুষও গৃহহারা থাকবে না। একটা মানুষও না খেয়ে কষ্ট পাবে না।বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন,অন্তত মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো আমরা পূরণ করব। তাদের জীবনের ন্যূনতম চাহিদা, সেটা যেনো আমরা পূরণ করতে পারি, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত পরিকল্পনা, সমস্ত কাজ করতে হবে।আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিক সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার কথাও বলেন শেখ হাসিনা।তিনি বলেন, গ্রামের জনগণকে যেন শহরে ভিড় করতে না হয়। নিজের গ্রামেই তারা যেন সব ধরনের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করার ফলেই দেশ আজ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষ অপনাদের কাজের সুফল পাচ্ছে।তিনি বলেন, কর্মকর্তাদের কাজের ফলেই আমাদের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে, মাথা পিছু আয় বেড়েছে। দেশ এগিয়ে যাওয়া এবং মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়ে যাওয়ার ফলেই আজ আমরা ৫ লাখ ২৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট দিতে পেরেছি।শেখ হাসিনা বলেন, দীর্ঘ পরিকল্পনা ছাড়া দেশকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। এ কারণে আমরা সবসময় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছি। আগামী ২১ এবং ৪১ সালকে সামনে রেখে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়িত হলে ৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার উন্নত একটি দেশ।চীনের প্রবৃদ্ধির প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন,চীনের থেকেও আমাদের প্রবৃদ্ধ বেশি। আমাদের প্রবৃদ্ধি ইতোমধ্যে ৮ দশমিক ১ ভাগে পৌঁছেছে। এ অর্থবছরের শেষ নাগাদ ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনই আমাদের লক্ষ্য। আর এটা আমরা করতে পারব বলেই বিশ্বাস করিদুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারের সাফল্য তুলে ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা প্রসংগে সরকারের পর্যাপ্ত প্রস্তুতি থাকার আভাস দেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে আছেই এবং ভৌগোলিক কারণেই এটা হয়ে থাকে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এখন সারাদেশে বন্যা চলছে। এ বন্যা পাহাড়ি, হাওর বা একটু উচু অঞ্চলে আছে। এ পানিটা ধীরগতিতে নেমে আসতে আসলে নিম্ন অঞ্চলগুলো প্লাবিত হবে। এ জন্য আপনারা সাবধান থাকবেন।তিনি প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকার আহবান জানিয়ে বলেন, বন্যায় মানুষের যেন প্রাণহানি না ঘটে এবং খাদ্যের জন্য মানুষ যেন কষ্ট না পায়। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ বিষয়ে নির্দেশনা দেবেন।দাপ্তরিক কাজে গতিশীলতা আনয়নে তাঁর সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে কর্মসম্পাদন চুক্তির ফলে দ্রুত দেশটা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।তিনি বলেন, আমি মনে করি, লাল ফিতার দৌরাত্ম কমেছে এবং আমাদের কাজে গতিশীলতা বেড়েছে, দক্ষতা বেড়েছে। সেই সাথে কাজের আগ্রহটও বেড়েছে।এ প্রসঙ্গে সরকার প্রধান বলেন, এখন তো ডিজিটাল যুগ। তার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের চলতে হবে। কিভাবে কোন কাজটা করলে দেশটা আরও উন্নত হতে পারে বা দ্রুত আমরা কাজটি করে লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে পারব, সেটা আপনাদের চিন্তা করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়নে সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে সম্মাননাপ্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অভিনন্দন জানান।

## বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিবেশ অত্যন্ত অনুকূল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে আরো জোরদার হচ্ছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ বাজারের ব্যাপক চাহিদার বিষয়টি বহুজাতিক কোম্পানিগুলো বিবেচনায় রেখেছে।

নিক্কেই এশিয়ান রিভিওয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৬ কোটি ৮০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দক্ষিণ এশিয়ার একটি অত্যন্ত কৌশলগত স্থানে অবস্থিত বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বয়স ২৫ বছরের কম। বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ক্রমবর্ধমান বাজার হিসেবে দেখছে।ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ইউএনসিটিএডি) জানিয়েছে, গত বছর বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) পরিমাণ ৬৮ শতাংশ বেড়ে রেকর্ড ৩ দশমিক ৬১ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। ২০১১ সালের চেয়ে এটা তিনগুণ বেশি।জাপান টোবাকো বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিগারেট নির্মাতা আকিজ গ্রুপের কোম্পানি ঢাকা টোবাকোকে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ান মার্কিন ডলারের বিনিময় ক্রয় করেছে। এর ফলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে।

অন্যান্য প্রধান বিনিয়োগের মধ্যে চীনের সাংহাই ও শেনজেন স্টক এক্সচেঞ্জ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ২৫ শতাংশ স্টেক কিনেছে। এটি বেইজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের একটি অংশ। এছাড়া চীনের আলিবাবা গ্রুপ হোল্ডিং এর কোম্পানি আলিপে মোবাইল আর্থিক সেবাদানকারী কোম্পানি বিকাশের ২০ শতাংশ শেয়ার কিনেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের বাংলাদেশের প্রতিনিধি র‍্যাগনার গুডমুন্ডসন নিক্কেই এশিয়ান রিভিউকে বলেন, 'এটা ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ বাড়াতে চলমান সংস্কারের গুরুত্বের পাশাপাশি দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে।'তিনি আশা করেন যে, ২০১৯ সালের জুন মাসের শেষ নাগাদ চলতি অর্থবছরের এফডিআই গত বছরের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে মেট্রোরেল, সেতু, টানেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রকল্প নির্মাণ করছে। এতে শত শত কোটি মার্কিন ডলারের বিদেশী বিনিয়োগ রয়েছে। এর অধিকাংশই এসেছে চীন ও জাপান থেকে।দেশজুড়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কৌশল।এর কারণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই জাপানের সুমিতোতো, সোজিৎজ, নিপ্পন স্টিল, শিনওয়া ও মারুহিসার মতো কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশে ইকোনোমিক জোনস অথোরিটি (বেজা) জানিয়েছে, সোজিৎজ একাই বন্দর নগরী চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে একটি বেসরকারি বন্দর ও শিল্প পার্ক নির্মাণে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে।ইতোমধ্যে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ১৭.৯ বিলিয়ান বিদেশী বিনিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে।বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)'র নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সুযোগ সুবিধার দেশ। আপনি এর মূল্যায়ন করতে পারেন।বিডা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের একটি শাখা। এটি বিদেশী বিনিয়োগের ব্যাপারে প্রচারণা চালায়।ইউএনসিটিএডি জানায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এফডিআই এর ক্ষেত্রে ভারতের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের চেয়ে এফডিআই এ পিছিয়ে আছে। দেশটির এফডিআই'র পরিমাণ ১৫.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে বাংলাদেশ মিয়ানমার, ইথিওপিয়া ও কম্বোডিয়ার চেয়ে এগিয়ে আছে। মিয়ানমার, ইথিওপিয়া ও কম্বোডিয়ার এফডিআই'র যথাক্রমে ৩.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৩.৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ৩.১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক শীর্ষ অর্থনীতিবিত ড় জাহিদ হোসেন বলেন, জনসংখ্যা এবং ভৌগলিক দিক থেকে অনুকূল অবস্থান দেশটিকে ভারত, চীন ও জাপানের বড় বাজারের কাছাকাছি নিয়ে গেছে, এই দু'টোই বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক শক্তি।জাহিদ হোসেন বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক এবং অবকাঠামোগত দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হলেও ওয়ান্ড ইকোনমিক ফোরামের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতামূলক সূচকে সামষ্টিক অর্থনীতি নীতির কারণে বাংলাদেশ অনেকটাই ভাল অবস্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, মূদ্রা বিনিময় হার ঘ ঘন রদবদল হলেও বাংলাদেশ সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশিলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি চলতি অর্থবছরের ৩০ জুন নাগাদ ৮ দশমিক ১৩ শতাংশ সম্প্রসারিত বলে ধারনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩ শতাধিক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতির প্রায় ৭৫ শতাংশই বেসরকারি খাতের। অর্থনীতির অন্যান্য সূচকের চিত্রও প্রায় একই ধরনের।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে রফতানি ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ দশমিক ৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এরমধ্যে ৮০ শতাংশই এসেছে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প থেকে।বাংলাদেশ ব্যাংক বলেছে, বিগত অর্থ বছরে ১২ বিলিয়নেরও অধিক প্রবাসী বাংলাদেশী দেশে ১৬ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছে। প্রবাসীদের পাঠানো এই অর্থ অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ। উপসাগরীয় দেশসমূহে বাংলাদেশী শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি এবং অবৈধ পথে দেশে অর্থ পাঠানো বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ায় এই সফলতা এসেছে।

অর্থ মন্ত্রনালয়ের কর্মকর্তারা জানায়, আগামী ৩০ জুন সমাপ্ত চলতি অর্থ বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো রেমিটেন্স ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। যা, ৩৬২ মিলিয়ন ডলারের বাজেট বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। এ সময়ে শুধু ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে প্রবাসীদের অর্থ পাঠানো বৃদ্ধি পাবে না, অবৈধ পথে দেশে অর্থ পাঠানোর প্রবনতায়ও প্রবাসীরা নিরুৎসাহিত হবেন। গত জুন মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৭০ বিলিয়ন ডলার। পাচঁ মাসের অধিক সময় আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য এই অর্থ যথেষ্ট।অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর মতো কিছু গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করাসহ অন্যান্য খাতে সরকারকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। ব্যাংক সেক্টরে কিছু সমস্যা রয়েই গেছে। গত মার্চ মাসের পরিসংখ্যান অনুযায়ি খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দেশের ৬২ বিলিয়ন জাতীয় বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।ড় জাহিদ হোসেন বলেন, তৈরি পোশাক শিল্প খাত, কৃষি এবং রেমিটেন্স অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। নতুন অথনীতির পিলার সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই। বিনিয়োগ ও উৎপাদনে অগ্রগতি না হলে এই প্রবৃদ্ধি টেকসই হবে না। তিনি বলেন, বাংলাদেশ যদি দেশটির অলস শ্রম শক্তিকে মানব সম্পদে রূপান্তরিত করতে পারে, তাহলে দেশেটির আরো দ্রুত উন্নতি হবে।

## ভুটান থেকে পাথর বোঝাই ভারতীয় জাহাজ বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। ভারতীয় অভ্যন্তরীণ জলপথ কর্তৃপক্ষের একটি জাহাজ ভুটান থেকে পণ্য নিয়ে শনিবার বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। এটিকে উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ বৃদ্ধির একটি বড় উদ্যোগ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

ভারতের জাহাজ চলাচল প্রতিমন্ত্রী মনসুখ মান্দাভিয়া শুক্রবার ডিজিটাল পদ্ধতিতে এমভি এএআই জাহাজের যাত্রাশুরুর সূচনা করে বলেন, এই প্রথমবারের মতো দু'দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারতীয় নৌপথ চ্যানেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ বাংলাদেশে পণ্য পরিবহনে ভারত ট্রানজিট হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।ভারতীয় জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, প্রথম এই জাহাজটি ভুটান থেকে এক হাজার মেট্রিক টন পাথর চূর্ণ নিয়ে আসামের ধুবড়ি নদীবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং ব্রহ্মপুত্র ও ইন্দো-বাংলা প্রটোকল রুট ব্যবহার করে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাবে।

ভারতীয় প্রতিমন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে আরো বলেন, এই উদ্যোগের ফলে এই রুটে পণ্য পরিবহনের সময় ৮ থেকে ১০ দিন কমে যাবে এবং পরিবহন খরচ কমবে ৩০ শতাংশ, আর অন্যান্য খরচও কমে যাবে। এটি একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবহন এবং এই নতুন উদ্যোগ ভারতের পাশাপাশি ভুটান ও বাংলাদেশের জন্যও লাভজনক হবে এবং এতে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার হবে।

ছয়ের পাতায়

## দক্ষিণ কোরিয়াকে আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে বাংলাদেশ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার আরো বিনিয়োগের আহ্বান জানাবে ঢাকা।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী নাক ইয়ান ঢাকা সফরকালে এ আহ্বান জানানো হবে। তিনি শনিবার বিকেলে তিন দিনের সরকারি সফরে ঢাকায় এসেছেন।

দু'দেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার এবং বাণিজ্য সম্পর্কের নতুন ক্ষেত্র খুঁজে বের করাই তার এ সফরের লক্ষ্য। পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন আজ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী'র ঢাকা পৌঁছার প্রাক্কালে এ কথা বলেন।তিনি বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া নতুন পণ্য উৎপাদনে খুবই সৃষ্টিশীল। আমরা নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশে আরো বিনিযোগ করতে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি আহ্বান জানাব।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেডের কেইপিজেড) উল্লেখ করে বলেন, এটি এখনো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি। ঢাকা কেইপিজেডের দেয়া সুবিধা লুফে নিতে এখানে আরো বিনিয়োগ করতে সফরকারি কোরীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহবান জানাবে ঢাকা। তিনি বলেন, কোরীয় কোম্পানিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা কেইপিজেডে অনেক জমি বরাদ্দ রেখেছি।আবদুল মোমেন বলেন, পাশাপাশি আমরা দেশের আইটি সেক্টরের আরো উন্নতির জন্য কোরীয় কারিগরি সহায়তা কামনা করব। তিনি বলেন, বাংলাদেশ রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে কোরিয়ার সহায়তা কামনা করবেন। তিনি বলেন, আমরা রোহিঙ্গা ইস্যুটি নিয়ে অবশ্যই নিয়ে আলোচনা করব। সকলের সঙ্গে আলোচনায় এই ইস্যুটি স্থান পাচ্ছে। এখানেও এটি আলোচনায় স্থান পাবে। আমরা রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তাদের সহায়তা কামনা করব।

আজ রোববার বিকেল ৪টা ১৫মিনিটে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী লী'র মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠক শেষে দু'দেশের মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এবং কোরীয় বাণিজ্য বিনিয়োগ প্রমোশন এজেন্সি (কেওটিআরএ) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কোরীয় ন্যাশনাল ডিপ্লোমেটিক একাডেমি ও বাংলাদেশ ফরেন সার্ভির্স একাডেমির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও কোরিয়ান সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত একটি দলিলও স্বাক্ষর হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন দক্ষিণ কোরিয়ার আর্থিক সেক্টরে বিশেষ করে এসএমই সেক্টরে ও মানবসম্পদ খাতে উল্লেখ যোগ্য অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়া আর্থিক সেক্টর ব্যবস্থাপনায় খুবই পারদর্শী, তারা কখনো অর্থনৈতিক সংকটে পড়েনি, আমরা তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে শিক্ষা নিতে চাই।দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শনিবার বিকেল ৫ টা ৪০ মিনিটে বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে হযরত শাহ জালাল আর্নজাতিক বিমানবন্দরে অবতরন করেন। তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আবদুল মোমেন বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সফরকালে লী নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, মানুষে মানুষে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী লী সরকারি সফরের প্রথমদিন রোববার সকালে সাভারে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাবেন।এর পর তিনি সাভারের ইপিজেড-এ ইয়াং ওয়ান হাইটেক স্পোর্টসওয়ার এবং ঢাকার মুগদায় এডভান্স নার্সিং এডুকেশন এন্ড রিসার্চ পরিদর্শন করবেন।দুপুরে লী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এফবিসিসিআই ও কেআইটিএ আয়োজিত বাংলাদেশ-কোরিয়া বিজনেস ফোরামে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সন্ধ্যায় হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওএ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া নৈশভোজে যোগ দেয়ার আগে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে সাক্ষাৎ করবেন।সোমবার ঢাকা ত্যাগের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী লী ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ওইদিন রাত ১১ টায় তাজিকিস্তানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন তাকে বিমানবন্দরে বিদায় জানাবেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিউলের মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ভারসাম্যপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে লি বাংলাদেশ, তাজিকিস্তান, কিরগিস্তান ও কাতার সফর করছেন।

## জিয়া হত্যাকান্ডে সবচেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি হয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ১৩।। আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, জিয়াউর রহমানের হত্যাকান্ডে সবচেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি হয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া। শনিবার দুপুরে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমান হত্যাকান্ডের সাথে বিএনপির উর্ধতন নেতৃবৃন্দ জড়িত কিনা সেটা দেখা দরকার। জিয়া হত্যার পর সব চেয়ে বেশি বেনিফিসিয়ারি, সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছেন তারেক রহমানের মা খালেদা জিয়া।তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান হত্যার পর খালেদা জিয়া দুইবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। বিএনপির মতো একটি দলের চেয়ারপার্সন হয়েছেন। বিএনপি ক্ষমতায় থেকে কেন জিয়া হত্যাকান্ডের বিচার করলো না। খালেদা জিয়া ২ বার ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জিয়ার হত্যাকান্ড নিয়ে মামলা করলেন না কেন, মামলাটা চালালেন না কেন?

বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সহ-সভাপতি

ছয়ের পাতায়

## বাংলাদেশের পাবনা ও ময়মনসিংহে বজ্রপাতে ৭ জন নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,জুলাই ১৩।। বাংলাদেশের পাবনা ও ময়মনসিংহে শনিবার বজ্রপাতে মোট সাতজন নিহত হয়েছেন।এদের মধ্যে পাবনার বেড়া উপজেলায় বজ্রপাতে চারজন এবং ময়মনসিংহের ফুলপুর ও ফুলবাড়িয়ায় উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতে তিনজন নিহত হয়েছেন।

পাবনা জেলার বেড়া উপজেলায় বজ্রপাতে একই পরিবারের তিনজনসহ চারজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন বেড়া উপজেলার চাকলা ইউনিয়নের পাচুরিয়া গ্রামের মোতালেব সরদার (৫৫) এবং তার দুইপুত্র ফরিদ সরদার (২২) ও শরিফ সরদার (১৮)। এছাড়াও একই গ্রামের রহম আলী (৫২) নামে আরেক ব্যক্তি বজ্রপাতে নিহত হন।

বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আনাম সিদ্দিকী জানান, শনিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে নিহতরা পাচুরিয়া স্কুল মাঠের পাশে ডোবায় পাট জাগ দিচ্ছিলেন। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে তাদের ওপর বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আরো জানান, সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

শনিবার দুপুরে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ও ফুলবাড়িয়া উপজেলায় পৃথক বজ্রপাতের ঘটনায় কৃষক ও জেলেসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতরা হলেন, ফুলপুরের বওলা ইউনিয়নের রামসোনা গ্রামের আব্দুল মজিদের পুত্র সোহাগ মিয়া (২৫), পয়ারী গ্রামের ওয়াহেদ আলীর পুত্র জামাল উদ্দিন (৪০) ও ফুলবাড়িয়া উপজেলার হাতিলেইট গ্রামের মলিন বর্মনের পুত্র চৈতন বর্মণ (২২)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ফুলপুর উপজেলার বওলা ইউনিয়নের রামসোনা গ্রামের হাঁস খামারি সোহাগ মিয়া শনিবার দুপুরে বাড়ির পাশে পতিত জমিতে হাঁস চড়ানো

ছয়ের পাতায়



শনিবার আগরতলায় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

## আসছে তেলাপোকার দুধ

অনেক দেশেই তেলাপোকা খাওয়া হয়। তেলাপোকার দুধ দিয়ে সকালেরনাস্তা? শুনেই অবাক হচ্ছেন। তবে ঘটনা কিন্তু সত্যি। তেলাপোকার দুধকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ পরবর্তী সুপারফুড হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি এক গবেষণায় জানা যাচ্ছে, তেলাপোকাদ্দর দুধ আপনার জন্য হতে পারে বিশেষ উপকারী কারণ এতে গুরুর দুধের চেয়েও অনেক বেশি শক্তি রয়েছে। রয়েছে অনেক বেশী অ্যামিনো অ্যাসিড।

তেলাপোকার পেট কেটে দুধ সংগ্রহ করার চিন্তা করাই প্রায় অসম্ভব।

যেমনটা সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। প্যাট পার্কিন্স ট্যুইট করেছেন , প্লিজ , তেলাপোকার দুধ যেন বাস্তবে পরিরত না হয়।"

জেডি প্যান্টস মন্তব্য করেছেন , 'আমার ১৫ ফুটের মধ্যে কেউ যদি 'তেলাপোকার দুধের' কথা চিন্তাও করে তাহলে আমার এমন প্যানিক অ্যাটাক হবে যে সেটা (ভুমিকম্প মাপার) রিখটার স্কেলে দেখা যাবে।"

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে যেসব চ্যাট চলছে , তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে, তেলাপোকার দুধ কিভাবে সংগ্রহ করা হয়?

এই দুধ সংগ্রহ করা হয় তেলাপোকার একটি বিশেষ জাত- প্যাসিফিক বিটল কক্করোচ থেকে। এই তেলাপোকা ডিম পাড়ে না। এরা বাচ্চা দেয় এবং এর দেহে দুধ তৈরি হয়। তবে এই দুধ তরল আকারে থাকে না। তই দুধ দোয়ানোর' কোন ব্যাপার থাকে না। বিজ্ঞানীরা তেলাপোকার পেট কেটে তার মধ্য থেকে স্ফটিক আকারে থাকা এই দুধ সংগ্রহের কথা বলছেন। তেলাপোকার দুধ নিয়ে গবেষণা করছে যেসব বিজ্ঞানী তাদের একজন হলেন ড. লিওনার্ড শ্যাভাজ।

তিনি জানাচ্ছেন, বাণিজ্যিকভাবে তেলাপোকার দুধ সংগ্রহ করতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, প্রতি ১০০ গ্রাম দুধের জন্য আপনাকে ১০০০ তেলাপোকা হত্যা করতে হবে।" তবে এই দুধ দিয়ে আইসক্রিম তৈরির মনেও আনবেন না, 'বলছেন তিনি।

বিশ্বের অনেক দেশেই খাদ্য হিসেবে তেলাপোকা বেশ জনপ্রিয়।

পূর্ব এশিয়ায় ভ্রমণে গিয়ে অনেকেই স্ট্রিট ফুড হিসেবে ভাজা তেলাপোকার স্বাদ নিয়েছেন।

চেখে দেখেছেন তেলাপোকার কাবাব।

তাই ভবিষ্যতে আপনার খাবার টেবিলে তেলাপোকার দুধ পরিবেশ করা হবে না, একথা হলফ করে বলা যায় না।

## গ্রীষ্মে শরীর শীতল রাখবে অ্যালোভেরা পাঞ্চ

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভেষজশাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকা উদ্ভিদের নাম অ্যালোভেরা। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালোভেরা এন্টিটক্সিডেন্টে ভরপুর। বিশেষ করে গ্রীষ্মে এই উদ্ভিদের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই মৌসুমেই শরীরে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি তাছাড়া শরীর শীতল রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে এ উদ্ভিদ।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারী একটি বহুজীবী ভেষজ উদ্ভিদ এবং দেখতে অনেকটা আনারস গাছেরমতো। এর পাতাগুলোপুরু, দুই পাশে কাঁটা এবং ভেতরে পিচ্ছিল শাঁস (জেল) থাকে।

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় বহুলভাবে ব্যবহৃত হয় উদ্ভিতটি। ত্বকের ফুসকুড়ি, পোড়া ও খুশকি দূর করতে অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। এছাড়াও জুস তৈরিতে, খাদ্যের পুষ্টিবর্ধন উৎপাদান হিসেবে ও ঘরবাড়ি সাজ সজ্জায় ব্যবহৃত হয় এ উদ্ভিদ।

এর জেল পান করলে পরিপাকক্রিয়া সহজ হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। শরীরের শক্তি যোগানসহ ওজনকে ঠিক রাখতে সাহায্য করে তা।

সুতরাং গ্রীষ্মকালে খেলাধুলো, মর্নিং ওয়ার্ক বা শরীরিক কসরতের সময় দেহকে ঠান্ডা রাখতে ও ক্লান্তি দূর করতে পান করতে পারেন বিভিন্ন ভেষজ সবজি মিশ্রিত এক গ্লাস অ্যালোভেরা পাঞ্চ (পাঁচমিশালি) । ঘরে বসে নিজে নিজে অ্যালোভেরা পাঞ্চ তৈরির সুবিধার্থে বাংলানিউজের পাঠকদের জন্য দেওয়া হলো তা প্রস্তুতের একটি কার্যকর রেসিপি।

উপাদান

শসা ১ টি লেবু ১ টিকমলা ১ টিসতেজ মিন্ট (পুদিনা)ডাব নারিকেলের জল ২৫০ মিলিমিটারঅ্যালোভেরা জুস ১৫০ মিলিলিটার মধু ৫ মিলিলিটার

প্রস্তুত পদ্ধতি১. ছোট ছোট টুকরায় শসা, কমলা, লেবু ও পুদিনা একত্র করে এর মধ্যে লেবুর রস ঢেলেদিন।

২. আলাদা একটি পাত্রে ডাবের জল, অ্যালোভেরা জুস ও মধুর মিশ্রণ তৈরি করুন।

৩. মিশ্রণটির সঙ্গে শসা, কমলালেবু ও পুদিনা একত্র করে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে গ্লাসে পরিবেশন করুন।

## রঙ না করেই পাকা চুল কালো করবেন যেভাবে

চুলে হালকা পাকা ধরেছে? কিন্তু বয়সটা তো এখনও চুল পাকার মতো হয়নি। তা হলে উপায় ? এখন তো নানা ধরনের হেয়ার কালার পাওয়া যায়। প্রয়োজনে ব্যবহার করতেই পারেন।

যারা হেয়ার কালার ব্যবহার করতে চান না, তাদের কি পাকা চুল নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে বাকি জীবনটা। একেবারেই নয়। বাড়িতেই তৈরি করে নিন এক মিশ্রণ, যা নিয়মিত পান করলে পেতে পারেন উপকার।

সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক খবর অনুযায়ী, এই 'মিরাক্কেল ড্রিঙ্ক' দিনে তিন থেকে চারবারএক চা চামচ করে খাওয়ার আগে খেতে হবে, মাস তিনেকেরজন্য। তা হলেই নাকি কেল্লা ফতে।

প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, কীভাবে তৈরি করতে হবে চুল কালো রাখার সেই মিরাকেল ড্রিঙ্ক'—

উপকরণ

৫ টি পাতিলেবু, ৫ টি রসুন কোয়া (ছাড়ানো), ১ কাপ মধু, ১ কাপ ফ্ল্যাক্স সিডের তেল।

পদ্ধতি

সব কিছু এক সঙ্গে ব্লেন্ডারে দিয়ে দিন। লেবুর ছাল না ছাড়ালেও অসুবিধা নেই। মিশ্রণটি ঘন হয়ে এলে তা একটি কাচের জারে ঢেলে রাখুন।

প্রতিবেদন অনুযায়ী , যারা এই মিশ্রণ ব্যবহার করেছেন, তারা উপকার পেয়েছেন। তাদের মতে, শুধু কালো চুলই নয়, মিশ্রণ খাওয়ার ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তিও ভাল হয়েছে বলে জানাগিয়েছে।

## নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি।

অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।

স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

## গালিগালাজ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো

স্কুল-কলেজ, বাসাবাড়ি বা অফিসেই কেউ যদি অতি মানসিক চাপে গালি দেয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। ঘটে যায় মস্ত বড় কেলেঙ্কারি। তবে গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। গবেষকদের দাবি গালিগালাজই কমাতে পারে মানসিক চাপ, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

একাধিক মার্কিন গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে মানসিক চাপ, অবসাদ, মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা কমানোর ক্ষেত্রে গালিগালাজ খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই ধারণার সঙ্গে একমত ব্রিটিশ গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীরাও।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক ও ফলিত ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপক ড. কিরিকুস অ্যান্টনিও জানান, গালিগালাজ আসলে মন থেকে রাগ, ক্ষোভ বের করে মানসিক চাপ কাটানোর সহজ উপায়।

অ্যান্টনিওর মতে, যেসব মানুষ উত্তেজিত হলেও গালিগালাজ দিতে পারেন না বা দেন না, তাদের মধ্যে মানসিক অবসাদ উচ্চরক্তচাপ, নানা স্নায়বিক সমস্যা দেখা যায়। শুধু তাই নয়, কখনো এসব ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের সমস্যাও দেখা যায়। তুলনায় যারা সহজে গালাগাল দিয়ে চাপমুক্ত হন তারা অনেক বেশি সুস্থ থাকেন। তাই মার্কিন গবেষক এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ, অবসাদ, ক্ষোভ কাটাতে প্রয়োজনে একান্তে গালিগালাজ দেয়া ভালো। তবে স্থান কাল পাত্র সম্পর্কে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার।

## ১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে।তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্লাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

## যৌথ পরিবার এবং সন্তানের মানসিক বিকাশ

সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। সন্তানদের সুশিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উততমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

এক. সন্তান প্রতিটি বাবা মায়ের কাছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাবা মা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করেন না, বরং শত দুঃখ কষ্ট পেলেও সন্তানের জন্য শুভকামনা করেন। মহানবী সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদের স্নেহ করবে এবং তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান করবে। সন্তানকে সদাচার শিক্ষা দেওয়া দান খয়রাতের চেয়েও উত্তম। তোমাদের সন্তানদের উত্তমরূপে জ্ঞানদান কর। কেননা তারা তোমাদের পরবর্তী যুগের জন্য সৃষ্ট।'

যুগের হাওয়ায় বাবা মায়েরা আজ অনেক ব্যস্ত। সন্তানের জন্য তাদের সময় এখন দুষ্প্রাপ্য । যৌথ পরিবার ভেঙে যেতে যেতে পরিবারের সদস্য সংখ্যা এখন ৩ জন কিংবা ৪ জনে এসে ঠেকেছে। তদুপরি সবাই ব্যস্ত। এখনও যখন দেশের বিশিস্ট ব্যক্তিদের একান্ত আলাপচারিতা দেখি, অধিকাংশ ব্যক্তিই তাদের একান্নবর্তী পরিবারের স্মৃতিচারণ করেন। পরিপূর্ণ আনন্দ যে ঘরভর্তি মানুষের মধ্যে নিহিত, অবলীলায় সবাই স্মরণ এবং স্বীকার করেন।

দুই. আমি আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে এখনও শান্তি পাই। মায়ের কাছে ছিলাম সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু। দাদা, দিদিমা, কাকা কাকী, মামার কেলোই কেটেছে আমার শিশুকাল। বাড়ির কাজের মানুষ আমায় কোলে নিয়েছে এমন মনে পড়ে না। দাদার কোলের মধ্যে থেকে শুনতাম বিভিন্ন রাজ্য বাদশাহ, বিখ্যাত মানুষদের গল্প। বাড়িতে সারাদিন হৈ চৈ লেগেই থাকতো। ক্লাস ওয়ান যখন ভর্তি হলাম, কাকু স্কুলে নিয়ে যেতো।

চার বছর বয়সে ক্লান ওয়ান, ভয় পাই কিনা এজন্য কাকু আমার সঙ্গে ক্লাসের মধ্যেই বসে থাকতেন। কোলে করে বাসায় নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে বাসায় এলে দাদীর খাবারের যন্ত্রণা। বেলা অবেলা নেই। আর সময় মত মায়ের আদর, স্নেহ, শাসন সবই ছিল।যখন মাধ্যমিকে উঠলাম, তখন বাবার তদারকিটা বেড়ে গেল। যদিও কাজের জন্য বাবা কিছুটা ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু রাতের খাবারের সময় তার সঙ্গে বসতে হতো।

সারাদিন কতটুকু পড়া করেছি, বিকেলে কাদের সঙ্গে খেলেছি, দুপুরে ঘুমিয়েছিলাম, কিনা ইত্যাদি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছিল আমার প্রতিদিনের কাজের অংশ। যৌথ পরিবারের কারণে আমার সামান্য অন্যায় করার সুযোগ ছিল না। ঘরে আমার অনেক অনেক অভিভাবক। এখনও বাবু প্রতিরাতে আমাদের নিয়ে খেতে বসেন। পরিবারের সব সমস্যার সমাধান খাবার টেবিলেই হয়ে যায়।

তিন. রবীন্দ্রনাথের ছুটি গল্পের ভাষায়, 'তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের মতো পৃথিবতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।'

গল্পটির আরেক জায়গায় বয়ঃসন্ধিকালের কিশোর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা নিয়ে লেখা এই গল্পটি শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই উপযোগী ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'ছুটি' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। আমি এখনও মনে করতে পারি, আমাদের স্কুলের বাংলা ক্লাসের দিনগুলো। বাংলা স্যার যখন প্রথম 'ছুটি' গল্পটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, আমাদের ক্লাসের অনেক ছেলে ফটিকের কষ্টের জন্য কেঁদে ফেলেছিল। সেদিন অনেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনো স্কুল পালাবো না। মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। অনেকের মনে একটা ভয়ও তৈরি হয়েছিল।

কারণ মন দিয়ে লেখাপড়া না করলে যদি দূরের কোনো আবাসিক স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? এজন্যই আত্মোপলব্ধি সবচেয়ে কার্যকরী ওষুধ। অথচ আমরা বুঝে কিংবা না বুঝে আত্মোপলব্ধির সেই সুযোগও বন্ধ করে দিচ্ছি। যৌথ পরিবারেরড় ইতিবাচক দিক এখন সন্তানরা বোঝে না। আত্মীয় স্বজন দেখলে বিরক্ত হয়। ফলে মনের প্রসারতা ও উদারতা তৈরি হয় না। অথচ যৌথ পরিবারে সন্তানরা খুব খারাপ সময়গুলোও সম্মিলিতভাবে আনন্দের সঙ্গে পার করতে পারে। বাবা মা'র আত্মোপলব্ধি নষ্ট হয়েছে অনেক আগেই, এখন সন্তানের পালা।

চার. আজকের বাবা মায়েরা চাকরি, ব্যবসা, পার্টি নিয়ে অনেক অনেক ব্যস্ত। অর্থ বিত্ত আর ক্যারিয়ার নামক আজব নেশায় তাদের পেয়ে বসেছে। সন্তান সঠিকভাবে মানুষ করাও যে ক্যারিয়ারেরঅংশ সেটা তাদের বুঝাবে কে? শুধু দামি দামি জামা কাপড়, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে সন্তানের সব প্রাপ্তি নিশ্চিত হয় না। প্রয়োজন স্নেহ, ভালোবাসা, শাসন।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এপিজে আব্দুল কালামের মতে , 'যদি একটি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত এবং সুন্দরমনের মানুষের জাতি হতে হয়, তাহলে অমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এক্ষেত্রে তিনজন সামাজিক সদস্য পার্থক্য এনে দিতে পারে। তারা হলেন বাবা, মা এবং শিক্ষক।' বর্তমানে অনেক বাবা মা আত্মীয় স্বজন থেকে আলাদা থাকার মাধ্যমে নিজেদের গুরুত্ব বাড়িয়ে চলেছেন। কতটা বোমা চিন্তা ভাবনা। আধুনিকতা মানেই নিসঙ্গতা নয়। একা একা যদি বসবাস করতে চান, তবে রবিনসনের মতো নির্জন দ্বীপে বসবাস করেন।

সেই নিয়মত সঠিকভাবে পরিচর্চা করুন। আজ আপনি অবচেতনভাবে যেভাবে সন্তানদের অবহেলা করছেন, সন্তানও ভবিষ্যতে তাই করবে। অনেকেই সন্তান মানুষ করতে হিমশিম

খাচ্ছেন। ঠিক মতো সময় দিতে পারেন না। তদের জন্য বলছি, যৌথ পরিবার বজায় রাখেন। আপনার সন্তান কখনও নিজেকে একা মত্রেন করবে না। সন্তানের অতিরিক্ত টেলিভিশন দেখা, মাত্রাতিরিক্ত ইন্টারনেট ব্যবহার, সঙ্গদোষ এড়ানো, অপরিকল্পিত মোবাইল ফোনের ব্যবহার কবন্ধ করতে চাইলে, সব চিকিৎসা বাদ দিয়ে যৌথ পরিবার প্রথায় ফিরে আসুন। সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করুন।

## জন্ম নিয়ন্ত্রণে ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন? মারাত্মক বিপদ বাড়াচ্ছেন অজান্তেই,

ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ পিল অথবা কন্ডোম ব্যবহার করছেন না? তার বদলে জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য বেছে নিচ্ছেন ইঞ্জেকশন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিপদ আছে, এমনটাই বলছে সাম্প্রতিক গবেষণা।কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় বলা হচ্ছে, বাজার চলতি জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রায় ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে এন্ড্রোক্রিন রিভিউস জার্নালে। গবেষকদের দাবি, ডেপট মেড্রোজাইপোজেস্টরন অ্যাসিটেট ব ডিএম পিএ-এর মতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইঞ্জেকশন দেহে প্রোজেস্টিন হরমোন বাড়িয়ে দেয়। এতে ওভারি থেকে ডিম্বাণু ক্ষরণে বাধা সৃস্টি হয়। পাশাপাশি, সারভিক্সে মিউকাস বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে শুক্রাণুডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারেনা। এছাড়াও এর আরও মারাত্মক ক্ষতিকারক দিকও রয়েছে।জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত একটি ওষুধ হল এমপিএ। এটি মানব দেহে স্ট্রেস হরমোন কর্টিজলের মতো কাজ করে। এর ফলেকোষ খুব সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত হতে পারে। ২০১৬ সালে দুনিয়ার এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৬.৭ মিলিয়ন। ২০১৫ সালে ভারত, ডিএমপিএ-র মতো ইঞ্জেকশন ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে দেয়। শুধু তাইনয়, জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা মিশনও ওই ইঞ্জেকশন বিনা খরচে দেওয়া শুরু করে। ফলে ভারতের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ছাড়পত্র পাওয়া এমন ওষুধ নিয়ে আশঙ্কা বেড়েছে কয়েক গুণ।

শনিবার রাজধানীতে লোক আদালত আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

# দিল্লিতে ঝিলমিল অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই (হি.স.) : দিল্লির শাহদারার ঝিলমিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় (ঝিলমিল কলোনি) অবস্থিত একটি রাবার ও হার্ডওয়ারের ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গকে পাঁচ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং শিল্পমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। দমকল আধিকারিকেরা মুখ্যমন্ত্রীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, মর্মান্তিক এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনজন প্রাণ হারিয়েছে। মৃতদের নাম হল-মঞ্জু, সঙ্গীতা এবং শোয়েবউ দুইজনকের জীবন বাঁচানোর জন্য দমকল সমস্ত শক্তি লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু অপর তিন শ্রমিকের জীবন বাঁচাতে পারেনি। কুলিং প্রক্রিয়া এখনও চলছে। কি কারণে আগুন লেগেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যারা প্রাণ হারিয়েছে, তাদের জন্য দুঃখিত। অগ্নিনির্বাপণ বিধি ভেঙে থাকলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাঁচ লাখ ক্ষতিপূরণ নিহতদের পরিবারবর্গকে দেওয়া হবে।

শনিবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে ঝিলমিল এলাকার মানসরোবর পার্কের অবস্থিত একটি রাবার ও হার্ডওয়ারের ফ্যাক্টরিতেউ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩১টি ইঞ্জিনউ কারখানার ভিতরে রাবারের মতো প্রচুর পরিমাণে দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনের লেলিহান শিখাউ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ তবে, অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে দু'জন মহিলা-সহ মোট ৩ জনেরউ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৩ জনের প্রাণহানির ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ)-র সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালউ মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল লিখেছেন, 'ঝিলমিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় ফ্যাক্টরিতে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখিতউ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও, আগুন নেভাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন দমকল কর্মীরাউ'

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, শনিবার সকাল ন'টা নাগাদ ঝিলমিল ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় অবস্থিত একটি হার্ডওয়ার ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগেউ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের মোট ৩১টি ইঞ্জিনউ আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়উ রাবার ফ্রাক্টরির গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রথমে আগুন লাগে, দ্রুত আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে উপরের তিনটি তলায়উ সিঁড়ির সাহায্যে কারখানার ভিতরে ঢুকে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান দমকল কর্মীরাউ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জনউ ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (শাহদারা) মেঘনা যাদব জানিয়েছেন, অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে দু'জন মহিলা ও একজন পুরুষের।

# বাংলাদেশে বন্যা, ১০ জেলা ইতিমধ্যে প্লাবিত, তলিয়ে গেছে রাজধানীর নিম্নাঞ্চল

ঢাকা, ১৩ জুলাই (হি.স.) : টানা ভারী বর্ষণ আর উজানের ঢলে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ১০টি জেলা তলিয়ে গেছে। আরও নতুন নতুন জেলা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। রাজধানী ঢাকায় গতকাল থেকে প্রবল বর্ষণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। নগরীর অনেক স্থানে জল জমে গেছে। তিস্তা নদীর জল বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। শনিবার সকাল ৬টায় ডালিয়া পয়েন্টে বিপদসীমার ৫০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে জলের প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের পরিমাপক উপসহকারী প্রকৌশলী আমিনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, উজানের ঢল সামাল দিতে তিস্তা ব্যারাজের ৪৪টি জলকপাট (স্লুইজ গেট) সবগুলোই খুলে রাখা হয়েছে। এছাড়া তিস্তা বিপদসীমার ওপরে চলে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানের বাঁধগুলো হুমকির মুখে পড়েছে। পাশাপাশি ভারি বর্ষণে এদিন সকালে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে পাহাড় ধসে দুইজন পথচারী নিহত হন।

এদিকে ঢলের জলে নীলফামারীর ডিমলা ও জলঢাকার প্রায় ১৫টি চর ও চরগ্রাম হাঁটু থেকে কোমর সমান জলে তলিয়ে গেছে। প্রায় ১৫ হাজার পরিবারের ৭৫ হাজার মানুষ বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছেন। উপজেলার পূর্ব ছাতনাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ খান জানান, গত দুই দিনের বন্যার চেয়ে শুক্রবার উজানের ঢলে জলের গতিবেগ অনেক বেশি ছিল। ফলে এলাকার অনেক উঁচু স্থানেও নদীর জল প্রবেশ করেছে। ইতিমধ্যে এলাকার এক হাজার ১৪০ পরিবারের বসত বাড়িতে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। এলাকার ঝাড়শিঙ্গেশ্বর মৌজাটি তলিয়ে গেছে। হুমকির মুখে পড়েছে সেখানকার মাটির রাস্তাগুলো। রাস্তার ওপর দিয়ে নদীর জল প্রবাহিত হওয়ায় এলাকাবাসী বালির বস্তা ফেলে জল ঠেকানোর চেষ্টা করছেন। ঝুনাগাছ চাপানি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান জানান, ছাতুনামার চর, ফরেস্টের চর, সোনাখুলীর চর ও ভেন্ডাবাড়ি চরে দেড় হাজার পরিবারের বসতবাড়িতে বন্যার জল ঢুকে পড়েছে। দক্ষিণ সোনাখুলী এলাকায় তিস্তা নদীর ডান তীরের প্রধান বাঁধের কাছেই ইউনিয়ন পরিষদের তৈরি করা মাটির বাঁধ হুমকির মুখে পড়েছে। বাঁধের ওপর দিয়ে তিস্তা নদীর জল লোকালয়ে প্রবেশ করায় দক্ষিণ সোনাখুলী কুঠিপাড়া গ্রামের ঘরবাড়ি ও আবাদি জমিগুলো তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এই বাঁধটি ভেঙে গেলে এলাকাটি পুরোপুরি তলিয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে আমনের বীজতলা জলের নিচে তলিয়ে গেছে।

আগামী কয়েকদিন টানা ভারী বর্ষণের আশঙ্কা করছে আবহাওয়া অধিদফতর। ফলে ইতিমধ্যে বন্যা কবলিত লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, বগুড়া, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার ও নীলফামারী জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে। প্লাবিত হতে পারে আরও বিস্তীর্ণ এলাকা। যে কোনও মূল্যে এই বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের সবাইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। কোনও অবস্থাতেই যেন বন্যায় কোনও লোক মারা না যান, খাদ্যে কষ্ট না পান বা কোনও দুর্ঘটনা যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে বন্যাকবলিত এলাকায় প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটি বাতিল করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে এ বিষয়ে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।আজ সকালে আবহাওয়া অধিদফতর জানিয়েছে, বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার কারণে রবিবার সকাল পর্যন্ত রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও ভারী (৪৪-৮৮ মি.মি.) থেকে অতি ভারী (৮৯ মি.মি.) বর্ষণ হতে পারে। অতি ভারী বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকায় কোথাও কোথাও ভূমিধসের সম্ভাবনা রয়েছে। এতে আরও বলা হয়, ওই চার বিভাগ ছাড়া রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

ভারি বর্ষণে আজ শনিবার সকালে রাঙামাটির কাপ্তাইয়ে পাহাড় ধসে দুইজন পথচারী নিহত হন। সকালে রাইখালী ইউনিয়নের কারিগরপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

## লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির পেছনে বাইকের ধাক্কা, নিহত দুই

লখনউ, ১৩ জুলাই (হি.স.) দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির পেছনে বেপরোয়া বাইকের ধাক্কা। নিহত দুই। শনিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনটি লখনউ-আগ্রা এক্সপ্রেসওয়েতে ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে।

দুর্ঘটনার বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসে। খবর দেওয়া পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দুই বাইক আরোহীকে কিং জর্জ মেডিক্যাল ট্রামা সেন্টারে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। গাড়িটি পেছনের দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাড়ির ভেতরে থাকা ছয়ের পাতায়

# নিজেকে সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে দাবি করলেও নিজের গড় রক্ষা করতে পারেন না মুকুল: অভিষেক

কলকাতা, ১৩ জুলাই (হি.স.): "মুকুলকে চাণক্য বলা হলে সেই চাণক্যের নিচে মেড ইন চায়না লেখা থাকে"উ শনিবার কাঁচরাপাড়া পুরসভার নয়জন কাউন্সিলরের পুনরায় ঘাসফুল শিবিরে যোগদানের পর এমনটাই জানালেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উ লোকসভা ভোটের পর রাজনৈতিক ছত্রছায়া পরিবর্তনের পালা অব্যাহতউ এর মধ্যেই আজ কাঁচরাপাড়া পুরসভার নয়জন কাউন্সিলর ফিরলেন তৃণমূলেউ আগেই ফিরেছিলেন ৫ জন কাউন্সিলর।

এদিন অভিষেক রায়ের উপস্থিতিতে পুনরায় দলে যোগ দেন কাঁচরাপাড়ার নয় কাউন্সিলরউ এরপর সাংবাদিকদের মুখ্যমন্ত্রীর ভাতৃপুত্র বলেন, 'দলছুট নেতারা তৃণমূলে ফেরার জন্য যোগাযোগ করছেন। তাঁরা তৃণমূলের একনিষ্ঠ সৈনিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রথম থেকে ছিলেন তাঁরা।' পাশাপাশি তাঁর হুঁশিয়ারী সবাইকে দলে নেওয়া হবে নাউ অন্যদিকে, লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিজেপি-র সাফল্যের কৃতিত্ব মুকুলকে দেওয়া হচ্ছে। তাঁকে চাণক্য বলেও অভিহিত করা হয়উ এরপরেই অভিষেকের কটাক্ষ, "মুকুলকে চাণক্য বলা হলে সেই চাণক্যের নিচে মেড ইন চায়না লেখা থাকেউ নিজেকে সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে দাবি করেন। অথচ নিজের গড় রক্ষা করতে পারেন না উ"

নয় কাউন্সিলরকে পাশে বসিয়ে অভিষেক বলেন, "আজ নয়জন তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। সবাই সশরীরে রয়েছেন। আমরা বিজেপি-র মতো নয়, দুজনকে দাঁড় করিয়ে ১০ জন এসেছেন বলে দাবি করিউ মিথ্যা কথা বলে মুকুল রায় দিল্লির কাছে নিজের নম্বর বাড়ানোর চেষ্টা করছেন উ" ১০৭ জন বিধায়ক বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে জানান করেছেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। এই প্রসঙ্গে অভিষেক বলেন, "মুখ বাঁচাতে কিছু একটা তো বলতে পারেন। ১০ জন কাউন্সিলর রক্ষা করতে পারলেন না। তিনি আবার ১০৭ জন বিধায়ককে দলে নিয়ে আসবেন ! ঘরে নেই নুন, ছেলে আমার মিঠুনউতিনি শুভ্রাংশুকে (মুকুল রায়ের ছেলে) দলে রাখতে পারবেন তো ? তাঁর কোনও নীতিবোধ নেই"উ

এদিন অভিষেক দাবি করেন, "লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর সময় রাজ্যের হাতে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ছিল না। সেই সুযোগে ভয়ে দেখিয়ে কাঁচরাপাড়ার কাউন্সিলরদের দলে টানে বিজেপি। জোর করে সন্ত্রাস করে, কারও সন্তানের বুকে-পেটে মেরে, আবার স্ত্রীকে মারধর করে কাউন্সিলরদের দলে টেনেছিল বিজেপি"।

গত পৌরভোটে কাঁচরাপাড়া পৌরসভার ২২টি ওয়ার্ডে জিতেছিল তৃণমূল। একটি করে ওয়ার্ডে জেতেন বিজেপি ও নির্দল প্রার্থী। লোকসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর একজন নির্দল সহ ১৭ জন তৃণমূল কাউন্সিলর বিজেপিতে যোগ দেন। ফলে বিজেপি কাউন্সিলর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৯। এরপর সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে কাঁচরাপাড়া পৌরসভা দখল করে বিজেপি। বৃহস্পতিবার পাঁচ কাউন্সিলর ফের তৃণমূলে যোগ দেনউ এরপর পুনরায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে হালিশহরের পর কাঁচরাপাড়া পৌরসভা তৃণমূলের দখলে গেল।

রাজ্যে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের সমস্যা নিয়ে শনিবার প্রেস ক্লাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে আলোচনা শেষে সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমকে নিয়ে নতুন একটি সোসাইটি গঠিত হয়েছে। ওই বৈঠকে সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিনের বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুবল কুমার দে, সঞ্জয় পাল, অরুণ নাথ, প্রণব সরকার, শাণিত দেবরায় ও অন্যান্যরা। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

# নোবেল বিজয়ী ইউনূসকে আদালতে তলব, হাজির না হলে গ্রেফতার

ঢাকা, ১৩ জুলাই (হি.স.) : কর্মীদের পাওনা পরিশোধ না করা ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে বাধা দেওয়ায় নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে তলব করে সমন জারি করেছেন ঢাকার একটি আদালত। ড় ইউনূসের মালিকানাধীন গ্রামীণ কমিউনিকেন্স নামের একটি প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করায় চাকরিচ্যুত করা হয়েছে ওই ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের। আর এসব অভিযোগ এনে ড় মুহম্মদ ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালতে। ওই মামলার শুনানি নিয়ে ঢাকার আদালত এ সমন জারি করেন। আগামী ৮ অক্টোবর ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে সংশ্লিষ্ট আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে।

ড় ইউনূস ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাজনীন সুলতানা ও উপ-মহাব্যবস্থাপক খন্দকার আবু আবেদীনকেও আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংশ্লিষ্ট একজন আইনজীবী জানান, এই মামলায় ড় মুহাম্মদ ইউনূসকে আদালতে হাজির হয়ে জামিন নিতে হবে। ব্যর্থ হলে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হতে পারে। তিনি স্পষ্টতই শ্রম আইনের একাধিক ধারা ভঙ্গ করেছেন। আর জবরদস্তিমূলকভাবে দুই ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে চাকরিচ্যুত করেছেন, যা আইনত দন্ডনীয়। মামলার বিবরণে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন গঠন করায় চাকরিচ্যুতির অভিযোগে গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের তিন কর্মচারি এমরানুল হক, শাহআলম ও আব্দুস সালাম গত ৩ জুলাই ড় ইউনূসসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ে করেন। ওই মামলার শুনানি নিয়ে ঢাকার তৃতীয় শ্রম আদালত এ সমন জারি করেন। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, মামলার বাদীরা গ্রামীণ কমিউনিকেশনসের স্থায়ী পদে এমআইএস অফিসার (কম্পিউটার অপারেটর) হিসেবে কাজে যোগদান করেন। শ্রমিক হিসেবে নিজেদের সংগঠিত হওয়া ও নিজেদের কল্যাণের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সে অনুযায়ী নিজেরাসহ অন্যান্য শ্রমিক সহকর্মীদের নিয়ে 'গ্রামীণ কমিউনিকেশনস শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন' (প্রস্তাবিত) নামে একটি ইউনিয়ন গঠন করেন এবং তা আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেন। ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি জানতে পেরে মামলার আসামিরা তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে থাকেন। স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনেও তারা বাধা দেয়।

বাদীর প্রতি এরকম অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করায় প্রকাশ্যে নানা ধরনের হুমকি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন আসামিরা। আসামিদের নির্দেশে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বেআইনিভাবে বাদীদের প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং কোনো কারণ ছাড়াই বাদীদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। বিষয়টি লিখিতভাবে শ্রম অধিদফতরের মহাপরিচালককে অবগত করেন বাদীরা। পরবর্তীতে কাজের বিষয়ে বহুবার যোগাযোগ ও অনুনয়-বিনয় করলেও তাদের (বাদীদের) প্রতিষ্ঠানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ইউনিয়ন গঠন করার কারণে আসামিরা তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়ে কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করেন।

বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুতির অভিযোগে গত ২৩ জুন বিবাদীদের বরাবর আইনি নোটিশ পাঠান তারা। তার কোনো জবাব না পেয়ে পরে মামলা দায়ের করেন।

# বরাক উপত্যকার সব নদীর ফুঁসছে, প্লাবিত বহু নিচু এলাকা, বানভাসিরা ত্রাণশিবিরে

শিলচর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে বরাক উপত্যকার সব নদীতেই জল বাড়ছে। বরাক-সহ তার উপনদীগুলিও ইতিমধ্যে বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। উপত্যকার গ্রামাঞ্চলে বহু নিচু এলাকা প্লাবিত হয়ে গেছে। বহু এলাকার মানুষ নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন।

শিলচর, বড়খলা, লক্ষ্মীপুর, কাটিগড়ায় বরাক নদী বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। শুক্রবার রাত ১২টায় শিলচর অন্নপূর্ণাঘাটে বরাক নদী বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। রাত ১২টায় জলস্তর ছিল ১৯.৮৩ মিটার। ওই সময় জল ঘণ্টায় ৪ থেকে ৫ সেমি করে বেড়েছে। তবে শেষরাতে জল বাড়ার গতি কিছুটা কমেছে। ভোর চারটা থেকে ছয়টার মধ্যে জল মাত্র ১ সেন্টিমিটার করে বেড়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে ফের ভারী বর্ষণের দরুন সকাল ৬-টা থেকে ঘণ্টায় ২ সেমি করে জল বাড়তে থাকে। ফলে ৬-টায় অন্নপূর্ণাঘাটে যেখানে জলস্তর ছিল ২০ মিটার, সর্বশেষে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী শনিবার বিকেল ৩-টায় জলস্তর ২০.১৯ মিটারে পৌঁছেছে। বিকেল ৩টা পর্যন্ত ২ সেমি করেই জল বাড়ছে।

এদিকে, শনিবারও আকাশ ধরেনি। মুষলধারে বৃষ্টির ফলে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। কাছাড় জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বরাক নদীর অন্নপূর্ণাঘাটে নদীর জলস্তর ২০ দশমিক ১২, লক্ষ্মীপুরে ২৩ দশমিক ৯৩, আমড়াঘাটে ২১ দশমিক ৮১ এবং রুকনি নদীতে ২৪ দশমিক ২০ন সব কয়টি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

মতিনগর এলাকায় ৫৭ বছর বয়সের এক ব্যক্তির জলে ডুবে যাবার খবর পাওয়া গেছে। তাছাড়া কাটিগড়ায় ৩৫টি গ্রাম এবং জেলার অন্যান্য তিনটি নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ার ফলে প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন।

এদিকে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরঘাটে বরাক নদীর জল আজ বিকেল ৫-টায় ১৭.৩৯ সেন্টিমিটারের উপর দিয়ে বইছে বলে জানা গেছে। সেখানে নদীর বিপদসীমা ১৬.৮৫ সেন্টিমিটার। বদরপুরঘাটে জল বিপদসীমার ৫৪ সেমি উপর দিয়ে বইছে। ছয়ের পাতায়

শিক্ষা বিষয়ক জনসংযোগ আধিকারীকদের সাথে আলোচনায় কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ভি এল ধারুরকর। ছবি- নিজস্ব।

# ৮ বছরের শিশুও মাদকাসক্ত : দিল্লিতে লাগাতার নেশার প্রবণতা বৃদ্ধিই প্রকাশ্যে আনছে

এমন ধরনের প্রথম সমীক্ষা, যা হিন্দুস্তান টাইমস প্রকাশিত করেছে। সমাজকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো হৃদয়বিদারক এই সমীক্ষায় ৮০-রও বেশি মনোবিজ্ঞানী-তথা-কাউন্সেলরের মধ্যে সীমাপুরী, ত্রিলোকপুরী, নন্দ নগরী, জাফফারবাদ, কল্যানপুরী এবং কোন্ডলীতে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের মধ্যে সমীক্ষা করা হয়েছিল। পূর্ব দিল্লি পৌর নিগম (ইডিএমসি)-এর স্কুল চত্বর থেকে উদ্ধার হয়েছিল সিরিঞ্জ, মাদকের বোতল এবং ই-হুক্কা।

পূর্ব দিল্লি মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ৮-১১ বছর বয়সী ছ'টি শিশুর মধ্যে একটি শিশু মদ, তামাকজাত নেশা দ্রব্য ও ইনজেকশন লাগানোর নেশায় আসক্ত। পূর্ব দিল্লি পৌর নিগম (ইডিএমসি) দ্বারা এই সমীক্ষায় প্রকাশ্যে এসেছে, কীভাবে আইনকে কার্যত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নেশার কারবারিরা প্রকাশ্যেই ছোট ছোট শিশুকে নেশার অন্ধকার জগতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দিল্লি হইকোর্টের জুভেনাইল জাস্টিস কমিটি (কিশোর ন্যায় সমিতি)-র নির্দেশে আপাতত এটি জুলাই ২০১৮ থেকে মার্চ ২০১৯ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি হবে।

রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য উঠে এসেছে, ৩৬৮টি স্কুলের ৭৫,০৩৭টি পড়ুয়ার মধ্যে ১২,৬২৭ অর্থাৎ প্রায় ১৬.৮ শতাংশ পড়ুয়া নেশাজাতীয় পদার্থ সেবন করছে। তার মধ্যে ৮,১৮২টি পড়ুয়া শুকনো আফিম ও মিক্স সুপারির নেশায় মত্ত, ২,৬১৩টি পড়ুয়া তামাকজাত নেশায় মত্ত, ১,৪১০টি পড়ুয়া বিড়ি ও সিগারেটের নেশায় আসক্ত, ২৩১টি পড়ুয়া মদের নেশায় আসক্ত এবং ১৯১টি পড়ুয়া তরল নেশা যেমন পেট্রোলের গন্ধ নেওয়া, নেশার ওষুধ এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা করছে। রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে।

টিমকে নেতৃত্ব প্রদানকারী ইডিএমসি-র ডেপুটি স্বাস্থ্য আধিকারিক ড় অজয় লেখি জানিয়েছেন, "হতচকিত হওয়ার মতো আমরা বহুধরণের নেশাজাত দ্রব্য দেখেছি, কিন্তু সবথেকে উদ্বেগজনক ও হৃদয়বিদারক তথ্য যা প্রকাশ্যে এসেছে, তা হল সমীক্ষা চলাকালীন নেশার জন্য ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রক্ত মাখা সুই, নেশার ট্যাবলেট এমন ধরনের আন্টি এলার্জিক ওষুধের বোতল স্কুল প্রাঙ্গন ও পড়ুয়াদের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে। উনি আরও বলেছেন, এবিল এবং মেফেন্যান্টাইনের মতো ঔষধ শুধুমাত্র ডাক্তাররা লিখে দিলেই পাওয়া যায়। আইনত এই ধরনের ওষুধ কাউন্টার থেকে ডাক্তাররা লিখে না দিলে পাওয়া যায় না। কিন্তু, একটি ইনজেকশন থেকে শুধুমাত্র ৫ থেকে ২৫ টাকা উপার্জনের জন্য ওষুধ বিক্রেতারা এই সমস্ত ওষুধকে অনৈতিকভাবে বাচ্ছাদের কাছে বিক্রি করছে। এই ধরণের অবৈধ কাজকর্ম পড়ুয়াদের আরও বেশি করে নেশার অন্ধকার জগতে থেকে দিচ্ছে।

সমীক্ষার সময় পড়ুয়াদের কাছ থেকে কলমের আকারে সিরিঞ্জ, যার উপর মিলিমিটার মার্কিংও ছিল এবং জেলি স্টিকের মতো সিগারেট এবং লিটার উদ্ধার হয়েছে। এই ধরণের সমস্ত পণ্য-যা ক্ষতিকারক-বাচ্চাদের আকৃষ্টি করার জন্য উজ্জ্বলভাবে রঙিন এবং প্রাণী ও বেন ১০-এর মতো কার্টুন ক্যারেক্টর দিয়ে বর্ণিত থাকে। আমাদের দল হরিয়ানার যমুনানগর এবং উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে পণ্যগুলির নির্মাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই সমস্ত ঠিকানাগুলি ভুয়ো প্রমাণিত হয়।

তিনি জানতে চান কেন কলম এবং ক্যান্ডির আকারে সিরিঞ্জ তৈরি করা হচ্ছে। এগুলিকে কেন এভাবে আকর্ষিত করা হচ্ছে যে, ছোটদের চিন্তাশূন্য মস্তিষ্ক তাদেরকে মাদকদ্রব্যের জগতে নিয়ে যেতে বাধ্য করে।

দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১২ সালে এই সমীক্ষা পরিচালনা করে ইডিএমসি-পাবলিক হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের দুটি বিভাগ। সমীক্ষায় আদালত পেয়েছে যে, যুবাবস্থার আগেই অনেক শিশু নেশার শিকার হয়েছে উ যাদের একটা অংশকে বাড়িতেই সেই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার চিকিৎসা চলছে উ এর পরে পৌরসভাগুলিকে তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সমীক্ষার জন্য নিযুক্ত ইভিজিসি এবং মনোবিজ্ঞানী পরামর্শদাতাদের প্রোফাইল এবং যোগ্যতার উপর দীর্ঘ বিতর্কের পর, অবশেষে ২০১৮ সালে জুলাই মাসে তাঁদের বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পূর্বাঞ্চলীয় কর্পোরেশন এই বছরের মে মাসে জুভেলাইল জাস্টিস বোর্ডকে নিজেদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে উ তবে উত্তর ও দক্ষিণ কর্পোরেশন এখনও এই রিপোর্ট প্রস্তুত করতে ব্যস্ত।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে শিক্ষা বিভাগের এক ঊর্ধতন কর্মকর্তা জানান, পূর্বাঞ্চলীয় কর্পোরেশনের অধীনে থাকা স্কুলের সংখ্যা অন্য তিন কর্পোরেশন অধীনে থাকা বিদ্যালয় গুলি থেকে কম উ পূর্বাঞ্চলীয় কর্পোরেশনের ৩৫১ টি বিদ্যালয়ে ১.৭১ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। কিন্তু এই স্কুলগুলির বেশিরভাগ পড়ুয়াই সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর হওয়া এরা খোলাখুলি ও ব্যাপকভাবে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে।

যেখানে উত্তরাঞ্চলীয় কর্পোরেশনের অধীনে থাকা ৭১৪ টি বিদ্যালয়ে ২.৯৬ লক্ষ শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন উ অন্যদিকে, দক্ষিণাঞ্চলীয় কর্পোরেশনের অধীনে থাকা ৫৮১ টি স্কুলে শিক্ষা পাচ্ছেন প্রায় ২.৩৮ লক্ষ শিক্ষার্থী।

তিনি বলেন, তাদের স্কুলে অধ্যয়নরত বেশিরভাগ ছেলেমেয়ে গ্রাম, ঝুপড়ি বস্তি থেকে আসে উ যাদের মধ্যে কিছু শিশু আনাথ এবং কিছু আছে যারা তাদের বাড়িতে নির্যাতনের শিকার। এই মানসিক ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পেতে, এই শিশুরা মাদক দ্রব্য নেওয়া শুরু করে। কিছু আছে যারা তাদের সহপাঠী এবং সিনিয়র ছাত্রকে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতে দেখে এটা ব্যবহার শুরু করে। অষুধ বিক্রেতা, মাদক বিক্রেতারাও এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করে।

ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান বিহেবিহার অ্যান্ড অ্যালাইড সায়েন্সেস (আইএইচবিএএস) এর পরিচালক ডা. নিমেশ দেশাই বলেন, মাদকদ্রব্য নিরসন কেন্দ্র পরিচালনাকারী চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা জানান, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার কীভাবে তরুণ জীবনকে নষ্ট করছে।

'সুলোচন-এর মত মাদক যেগুলি নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া হয় তা এক বড় সমস্যা উ এটিতে যুক্ত মূল উপাদান হল টলুইন উ এটা এমন একটি পদার্থ যার না আছে কোনও চিকিৎসা এবং না আসে কোনও প্রতিস্থাপন থেরাপি। এটা মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এবং কিশোর মস্তিষ্কের জন্য বিপজ্জনক।'

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলেন, মাদক দ্রব্যাদি গ্রহণকারীদের মধ্যে, টলুনি প্রধাণত মস্তিষ্কের গুরুতর অসুস্থতা (মস্তিষ্ক বিকৃতি)-র কারণ,

এনজিও সোসাইটি ফর প্রমোশন অফ ইউথ অ্যান্ড মাসেসের নির্বাহী পরিচালক রাজেশ কুমার, যিনি দিল্লি গেট, কিংসওয়ে ক্যাম্প এবং দরিয়াগঞ্জে শিশুদের জন্য তিনটি নেশামুক্তি কেন্দ্র চালান, বলেছেন,

## আগরতলা প্রেস ক্লাব

আটের পাতার পর

রাজ্য সরকারের যে কোন ধরনের উদ্যোগের পাশে থাকবে আগরতলা প্রেস ক্লাব, তা তিনি জানিয়েছেন।

## দুর্ভোগে যাত্রীরা

● প্রথম পাতার পর

বাতিল করা হয়েছে। তবে, নির্দিষ্ট সূচী অনুযায়ী ওই ট্রেন গুয়াহাটি পর্যন্ত যাতায়াত করবে।

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ক্রমাগত বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, পাহাড় লাইনে রেল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে আরো কত সময় লাগতে পারে তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। আপাতত, ১৬ জুলাই পর্যন্ত রেল লাইন সংস্কারে সময় লাগবে বলে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের আধিকারিকরা অনুমান করছেন। কিন্তু, আবহাওয়ার কারণে এক্ষেত্রে অনিশ্চিয়তা রয়েই যাচ্ছে।

## নিহত দুই

পাচের পাতার পর

যাত্রীরা সকলেই নিরাপদ ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান বাইকের বেপরোয়া গতির জন্য এই দুর্ঘটনা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

## বানভাসিরা ত্রাণশিবিরে

পাচের পাতার পর

অন্যদিকে করিমগঞ্জ জেলার লঙ্গাই নদীর জলস্তর ২৩.০৪ মিটার। বিপদসীমা ২২.০০ মিটার। সিংলা নদীতে জলস্তর ১৮.১৫ মিটার। বিপদসীমা ১৭.৯৮৫ মিটার। কুশিয়ারার জলস্তর ১৬.০৭ মিটার। বিপদসীমা ১৪.৯৪। সিংলা নদীতে জল স্থিতাবস্থায় থাকলেও লঙ্গাই নদীতে জল কিছুটা কমছে। কুশিয়ারা নদীতে ঘণ্টায় ১ সেন্টিমিটার করে জল বাড়ছে। বৃষ্টির গড় অনুপাত ৪৫.২৮ এমএম বলে জানানো হয়েছে।

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## চালানোর অভিযোগ

আটের পাতার পর

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রধান হুমায়ুন কবির সাংবাদিকদের বলেন গতকাল এই এলাকার এক দুস্কৃতীর বাড়িতে একটি জন্মদিনের অনুষ্ঠান চলার খবর আমাদের কাছে আসে, আমারা জানতে পারি অনুষ্ঠান শেষে গভীর রাতে আরও দুস্কৃতীরা সেখানে আসবে ও মদ্যপান করবে।তাই সেখানে আমাদের পুলিশ দুস্কৃতীদের খোঁজে গিয়েছিল। আমাদের কাজে বাঁধা দেয় এলাকাবাসীরা,পুলিশ নিজের কাজ করতে যেতেই তারা সামনে এগিয়ে আসে পেছনে দুস্কৃতীরা গুলি ছোঁড়ে। আমরা জনতা ছত্রভঙ্গ কররে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ি।পুলিশ গতকাল রাতে কোন গুলি ফায়ায় করেনি।বর্তমানে থমথমে রয়েছে এলাকা।

## এক ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

এইদিকে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রতন দত্তের এক প্রতিবেশি জানান রতন দত্ত প্রতিনিয়ত মদ্যপান করে বাড়ী ফিরত। তাই উনি এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে করেছেন না। উনি জানান রতন দত্ত নিজের ইচ্ছায় এই মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছেন। এইদিকে পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে তদন্তে নেমেছেন।

## উদ্দেশ্যে যাত্রা

তিনের পাতার পর

ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথোরিটি অব ইন্ডিয়া (আইডাব্লিউএআই)-এর চেয়ারম্যান প্রবীর পান্ডে জানান, এই পাথর চূর্ণ ভুটানের ফুয়েন্টসশোলিং থেকে ট্রাকযোগে এসেছে। সেখান থেকে আসামের আইডাব্লিউএআই ধুবড়ি জেটির দূরত্ব ১৬০ কিলোমিটার। তিনি আরো বলেন, ৬শ' কিলোমিটার নৌপথ পাড়ি দিয়ে জাহাজটির এই পণ্য নারায়ণগঞ্জ পৌঁছাতে লাগবে ছয়দিন।

বর্তমানে ভুটান স্থল পথে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ পাথর চূর্ণ রফতানি করে। জাহাজটি যে এক হাজার টন পাথর বহন করছে সড়ক পথে এর জন্য প্রয়োজন হতো ৭০টি ট্রাক।

## ৭ জন নিহত

তিনের পাতার পর

সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। একই
উপজেলার পয়ারী ইউনিয়নের পয়ারী গ্রামের কৃষক জামাল উদ্দিন দুপুরে বাড়ির পাশে জমিতে আমন ধানের বীজতলা তৈরীর সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলে নিহত হন।ফুলপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমরাত হোসেন গাজী বজ্রপাতে দুইজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

অপরদিকে, শনিবার দুপুরে ফুলবাড়িয়া উপজেলার রাঙ্গামাটিয়া ইউনিয়নের বড়বিলা বিলে মাছ ধরার সময় বজ্রপাতে চৈইত বর্মণ নামে এক জেলে নিহত হন।নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুপুরে বড়বিলা বিলে বুচনা (বাইর) দিয়ে মাছ ধরতে যান দুইভাই- মনু বর্মন ও চৈইত বর্মণ। এসময় হঠাৎ বজ্রপাতে ছোটভাই চৈইত বর্মণ পানিতে ঢলে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রান হারান।ফুলবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফিরোজ তালুকদার বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

## তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

তিনের পাতার পর

ও স্বাধীন বংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সভায় সাবেক খাদ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এডভোকেট কামরুল ইসলাম, সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামাল চৌধুরী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুণ সরকার রানা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

হাছান মাহমুদ বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সেনাবাহিনীর হাজার হাজার অফিসারকে ধরে এনে বিনা বিচারে হত্যা করেন। সেই হত্যাকান্ডের বিচার হওয়া দরকার। ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে যারা জড়িত ছিলো তদন্ত কমিশন করে জিয়াসহ তাদের বিচার হওয়া দরকার।বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, রাজনীতিবিদ হতে হলে জেলের ভয় পেলে হয় না। সাত সমুদ্র ১৩ নদীর ওপার থেকে নানা কথা বললে হয় না। সাহস দেখাতে হয়, গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। ভয় পেলে রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারাবন্দি হওয়ার সময়ে কথা উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক বলেন, গত ৩৮ বছরে শেখ হাসিনা সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, দুর্বিপাক উপেক্ষা করে বাঙালি জাতির পাশে ছিলেন, আছেন। আজ তিনি শুধু আওয়ামী লীগের নেতা নন, বাংলাদেশের নেতা নন, বিশ্ব নেতায় পরিণত হয়েছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন কারিদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়ে কামরুল ইসলাম বলেন, সামাজিক অপরাধের সাথে যারা জড়িত সরকার তাদের বিচার করছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচার সমাপ্ত করতে সময় লাগছে। নারী নির্যাতন ও ধর্ষণকারিদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই সব পাপিষ্ঠদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে এদের নির্মূল করতে হবে।

## মনমোহন বৈদ্য

দুয়ের পাতার পর

মাধ্যমে ১.৭৫ লক্ষ গ্রামে রাষ্ট্রীয় বিচার ধারার পৌঁছনোর কাজ চলছে। এই বছর সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ থেকে প্রশিক্ষিত হয়েছে ১২৪৩২। গোটা দেশে ৮০টি জায়গায় সঙ্ঘের শিক্ষাবর্গ আয়োজন করা হয়েছিল। তিনদিনের এই বৈঠকে প্রান্ত প্রচারক, ক্ষেত্র প্রচারক, অখিল ভারতীয় পদাধিকারী তথা বিভিন্ন সংগঠনের সংগঠন মন্ত্রী উপস্থিত ছিল।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজুড়ে আয়োজিত সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের সমাপ্তির শেষে জুলাইতে প্রান্ত প্রচারক বৈঠক আয়োজন করা হয়।

## তেলিয়ামুড়া

আটের পাতার পর

পরিষদের ১২নং ওয়ার্ডেও। বাম আমলে ড্রেনগুলি নির্মাণ ছিল অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। তবে ডিসিএম কমপ্লেক্সে শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত মানুষ জনদের রাতের খাওয়ার ব্যবস্থা করে মহকুমা প্রশাসন ও বিজেপি দলে কর্মীরা। এ ব্যাপারে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৩৭নং বুথ কমিটির বিজেপি সভাপতি বলেন।

## কর্মীদের ভাতা বন্ধ

● প্রথম পাতার পর

বাধ্য হয়ে সরকারী কর্মচারী, শ্রমিক, গাড়ির চালকরা সিপিএমকে চাঁদা দিতেন। কিন্তু, ক্ষমতা পরিবর্তন হওয়ায় এখন সেই কেটে গিয়েছে। ফলে, চাঁদা সংগ্রহেও ভাটা পড়েছে।

সূত্রের দাবি, এমনই অবস্থা থাকলে দল পরিচালনায় খুব শীঘ্রই রাজ্যে সম্পদ বিক্রি করতে হবে সিপিএমের। নইলে দল পরিচালনা সম্ভব হবে না। সূত্রের আরো দাবি, রাজ্যে দলের যে অবস্থা তাতে সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণও মুশকিল তাঁদের। ফলে, আগামীদিনে রাজ্যে দল টিকিয়ে বিরাট চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে সিপিএম-কে। কারণ, ভাত বন্ধ করে দেওয়ায় পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীরা এখন সিপিএম সাথে থাকতে চাইবেন না বলে মনে করা অস্বাভাবিক হবে না। তাতে, দল পরিচালনায় আরো সংকট দেখা দিতে সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই সংকট থেকে উত্তোরণ আদৌ সম্ভব বলেও মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, ক্ষমতার পরিবর্তনের সাথেই বিপ্লবীদের আসল চরিত্র ফুটে উঠেছে।

## শীর্ষে অসম

● প্রথম পাতার পর

তলায় পিষে মানব-হত্যার ঘটনা অনেক বেশী ঘটেছে। তাতে স্পষ্ট, গত পাঁচ বছরে শুধু অসমে ৩৩২ জন হাতীর পায়ের তলায় পিষে প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় জানান, পূর্বোত্তরের আরো চারটি রাজ্যে এমন ঘটনার তথ্য রয়েছে। তাঁর কথায়, গত পাঁচ বছরে মেঘালয়ে ২৬ জন, নাগাল্যান্ডে ৪ জন, ত্রিপুরায় ৩ জন এবং অরুনাচল প্রদেশে ২ জনের হাতীর আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে। তবে, মিজোরাম এবং মণিপুরে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি।

## অভিযান

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু রাজ্যকে সব বিষয়ে মডেল রাজ্য বানানোর জন্য সংকল্পবদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই অপসংস্কৃতি মুছে ফেলার নির্ণয় নিয়েছেন। এই কারনে রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা নিয়ে মাফিয়াগিরী যারা করছেন তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে না। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী জানতে পেরেছেন, সুযোগের সদ্বব্যবহার করে সিপিএম দলের সমর্থিত মাফিয়ারাও বিজেপিতে সামিল হয়েছে। আর বিজেপির ঝান্ডা জড়িয়ে নিচু স্তরে তাদের কুকির্তী জারি রেখেছে। কিন্তু পুলিশকে তাদের তালিকাও তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি সূত্রের।

## আহত এক

● প্রথম পাতার পর

থেকে সালেমার দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে চালক-সহ চারজন ছিল। প্রচণ্ড গতির কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁদের অভিমত। গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

খবর পেয়ে কমলপুর থেকে অগ্নিনির্বাপক দফতরের একটি গাড়ি ছুটে আসে, সেই সঙ্গে আসে পুলিশও। আহতদের কমলপুরের বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত তিন জনের নাম অসীম দেবনাথ, সুরজিৎ দেবনাথ ও রবীন্দ্র দেবনাথ। গুরুতর আহত লিটন দাসকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও গোবিন্দ বল্লভপন্থ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহত ও আহত সকলের বয়স ৩০ বছরের নীচে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

## দায়িত্বে সাংসদ!

● প্রথম পাতার পর

আদেশ করেছেন জিলা পরিষদের রিটানিং অফিসার। শুধু তাই নয়, নির্বাচনী প্রশিক্ষনে আগামী ১৫ জুলাই সকাল ১০.৩০ মিনিটে পুরাতন আগরতলার খয়েরপুরস্থিত দালুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গীত বিতানে কমিউনিটি হলে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

এই নিযুক্তিপত্রকে ঘিরে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। তবে, নিযুক্তিপত্রে একটি মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকায় সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকেই প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্তি করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। কারণ, ওই মোবাইল নম্বরটি সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা ব্যবহার করেন। ওই নম্বরে যোগাযোগ করে তার প্রমাণ মিলেছে। এ বিষয়ে সাংসদ রেবতি ত্রিপুরার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি অবগত নন বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। অবাক করার বিষয় হল রাজ্য নির্বাচন কমিশনও এই নিযুক্তিপত্র সম্পর্কে কিছুই জানেনা। কারণ, সাংসদ রেবতি ত্রিপুরাকে প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্বে নিযুক্তি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনে সচিব প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য্য অবগত নন বলে জানিয়েছেন। তবে, জিলা পরিষদের রিটানিং অফিসার সন্দীপ মহাত্মের সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিলা পরিষদে সাংসদকে প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে নিযুক্তি নিয়ে সংশ্লিষ্ট শীর্ষ আধিকারীকের স্পষ্টিকরণ মিলেনি। ফলে, এ বিষয়ে ধোঁয়াশা রয়েই যাচ্ছে।

# আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভা ১৫ আগস্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সভা আগামী ১৫ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ছয়দিনের মধ্যে সদস্য সদস্যাদের বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। এছাড়া ক্লাবের সব সদস্য/সদস্যাদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। সচিত্র পরিচয়পত্রের জন্য ২ কপি স্ট্যাম্প সাইজের ছবি, বয়সের তারিখ ও ব্লাড গ্রুপ ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়ার জন্যও বলা হয়েছে।

# গোয়া মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস : শপথ নিলেন দলত্যাগী তিন কংগ্রেস বিধায়ক

পানাজি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : বড়সড় রদবদল গোয়ার মন্ত্রিসভায়। গোয়া ফরওয়ার্ড পার্টির (জিএফপি) তিন মন্ত্রী এবং একজন স্বাধীন দলের মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত নিজের মন্ত্রিসভায় সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া তিন কংগ্রেস বিধায়ক এবং প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার মাইকেল লোবো-কে রেখেছেন।

তিন জিএফপি বিধায়ক তথা রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সারদেশাই, জল সম্পদ মন্ত্রী বিনোদ পাল্যেকর ও গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রী জয়েশ সালগাওঁকর এবং স্বাধীন বিধায়ক তথা রাজস্ব মন্ত্রী রোহন খাউন্টে বাদ পড়লেন গোয়ার নতুন মন্ত্রিসভা থেকে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের ১০ জন বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন গোয়ার নতুন মন্ত্রিসভায় মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন এদিন। সদ্য বিজেপিতে আসা বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস বিধায়ক ফিলিপ নেরি রডরিগাস, জেনিফার মনসেরেট এবং চন্দ্রকান্ত কাভলেকা মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একই সঙ্গে এদিন সকালেই ইস্তফা দেওয়া ডেপুটি স্পিকার মাইকেল লোবো পরে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এদিন দুপুর তিনটেয় রাজ্যপাল মৃদুলা সিনহার উপস্থিতিতে শপথ গ্রহণ করেছেন এই চার নতুন মন্ত্রী।

# হরিয়ানায় বিজেপিতে যোগদান গোপিচাঁদ গেহলটের

গুরুগ্রাম, ১৩ জুলাই (হি.স.) : শনিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল (আইএনএলডি) নেতা গোপিচাঁদ গেহলট। এদিন বিজেপি নেতা তথা হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরের উপস্থিততে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি।

২০০০ সালে গুরুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এতদিন পর্যন্ত হরিয়ানা বিধানসভার ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্বে ছিলেন। চলতি সপ্তাহে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল থেকে ইস্তফা দেন।

হরিয়ানার রাজনৈতিম মহলের মতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ হরিয়ানায় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে মরিয়া বিজেপি। লক্ষ্য জাঠেদের ভোট। সেই লক্ষ্যে এদিন গোপিচাঁদ গেহলটকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপিতে যোগ দেওয়াল মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর। তাঁর যোগদানের ফলে বিজেপি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

চৌটালা পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকার সুবাদে দক্ষিণ হরিয়ানার সাংগঠনিক দিকটি দেখতেন এই নেতা। ফরিদাবাদ, গুরুগ্রামে তৃণমূল স্তরে কাজ করে গিয়েছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে দক্ষিণ হরিয়ানার পৃথলা, পলবল, গুরুগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে জাঠ ভোট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

# শিলচরে বরাক নদীতে নিখোঁজ পুর কর্মচারী, উদ্ধারে এসডিআরএফ

শিলচর (অসম), ১৩ জুলাই (হি.স.) : শিলচরে বরাক নদীতে হারিয়ে গেছেন বছর ৬৮-এর জনৈক ব্যক্তি। তিনি শিলচর পুরসভার নৈশ চৌকিদার হরি দাস। বরাকে নিখোঁজ হরি দাসকে উদ্ধার করতে নিয়োগ করা হয়েছে স্টেট ডিজেস্টার রেসপন্স ফোর্স (এসডিআরএফ)-এর জওয়ানদের। এই খবর লেখা পর্যন্ত নিখোঁজ হরিবাবুর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ঘটনা সম্পর্কে নানান সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে শিলচর পুরসভার চেয়ারম্যান নীহারেন্দ্র নারায়ণ ঠাকুর জানান, হরি দাস শারীরিক প্রতিবন্ধী উ তাঁর বাড়ি মতিনগরের হরিণাবস্তি (কাছাড় জেলা) এলাকায়। বলেন, পুর দফতরের নৈশ চৌকিদারের কাজে নিয়োজিত বহু পুরনো কর্মচারী হরি দাস। প্রতিদিনের মত আজ সকাল প্রায় সাতটা নাগাদ পুর দফতর সংলগ্ন বরাক নদীর বিসর্জন ঘাটের পারে মুখ ধোয়ার জন্য গিয়েছিলেন। নদী এ মুহূর্তে জলে টইটুম্বুর। নদীর পারে রাখা ছিল একটি নৌকা। সম্ভবত মুখ ধোয়ার জন্য ওই নৌকায় তিনি উঠেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, সে সময় নৌকা থেকে পড়ে গেছেন হরি। নৌকার নীচে তাঁর লাঠি উদ্ধার হয়েছে। তবে নদীতেই তিনি পড়েছেন কিনা তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না, জানান চেয়ারম্যান।

# হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে উল্টে গিয়ে ভয়াবহ আগুন যাত্রীবোঝাই বাসে : মৃত্যু দু'জনের, আহত কমপক্ষে ১৯ জন যাত্রী

কুরুক্ষেত্র (হরিয়ানা), ১৩ জুলাই (হি.স.): হরিয়ানার কুরুক্ষেত্র জেলায় বিধ্বংসী আগুনে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি বাসউ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু'জন যাত্রীরউ এছাড়াও কমপক্ষে ১৯ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ শনিবার ভোররাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কুরুক্ষেত্র জেলার পিপলি এলাকায় শ্যাওলা গ্রামের কাছেউ মৃতদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা রয়েছেনউ পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত চারটে নাগাদ পিপলি এলাকায় শ্যাওলা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে একটি ডাবল-ডেকার বাসউ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ার পরই আগুন ধরে যায় যাত্রীবোঝাই একটি বাসটিতেউ মুহূর্তের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বাসটিউ আগুনের লেলিহান শিখায় বাসটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেউ এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন বৃদ্ধা-সহ দু'জনেরউ এছাড়াও কমপক্ষে ১৯ জন কমবেশি আহত হয়েছেনউ আহত যাত্রীদের চিকিতার জন্য এলএনজেপি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ অভিশপ্ত ওই বাসটি দিল্লি থেকে জম্মু অভিমুখে যাচ্ছিলউ
শনিবার ভোররাত চারটে নাগাদ পিপলি এলাকায় শ্যাওলা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় যাত্রীবোঝাই একটি বাসউ উল্টে যাওয়ার পরই বাসটিতে আগুন ধরে যায়উ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিনউ খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশওউ দমকল কর্মীদের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, সম্পূর্ণ বাসটি আগুনের লেলিবহান শিখার গ্রাসে চলে যায়উ পরে শনিবার সকালে নিয়ন্ত্রণে আসে আগুনউ এই ঘটনায় ১৯ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হলেও, দু'জনের মৃত্যু হয়েছেউ রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার ড় এস এস আরোরা জানিয়েছেন, 'কমবেশি আহত অবস্থায় ১৯ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনকে চণ্ডীগড়ের সেক্টর ৩২ এলাকায় গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেউ বাকিদের প্রাথমিক চিকিতার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে

# ক্রিকেটের টুং টাং ছুটি

বিশ্বকাপে অপ্রত্যাশিত বিদায়ের পর অধিনায়ক বিরাট কোহলির বার্তা: 'আপনারা, যাঁরা মাঠে এসে আমাদের সমর্থন করলেন, তাঁদের হতাশা স্বাভাবিক, দুঃখিত। আমরা নিজেরাও কষ্ট পাচ্ছি।' যাঁরা মাঠে গিয়ে সমর্থন করেছেন, হতাশ কি শুধু তাঁরাই? দেশের কোটি কোটি ক্রিকেটপ্রেমিকের হতাশার শরিক হতে পারতেন। কষ্ট তো শুধু মাঠের ভারতীয় সমর্থকদের নয়। হয়তো অধিনায়ক সে কথা বলবেন, দ্বিতীয় দফায়, দেশে ফেরার পর।গত আড়াই বছর ধরে হেড কোচ রবি শাস্ত্রী বলে যাচ্ছেন, এই টিমটা ভারতের সর্বকালের সেরা। বিশ্বকাপকে নিশ্চয় গুরুত্ব দেন? ১৯৮৩, ২০১১—য় চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। ২০০৩ সালে উঠেছিল ফাইনালে। সেই তিনটে টিম সর্বোচ্চ পর্যায়ে দেখিয়েছিল, সেরা মঞ্চে কীভাবে সেরাটা তুলে আনতে হয়। এই ভারত দল নিশ্চয় ভাল, কিন্তু অতীতকে, গৌরবময় অতীতকে তাচ্ছিল্য করা উচিত? শাস্ত্রীর গলা নামে না। নামবে না। তবু, কখনও এটার সংশোধন করে নিলে ভাল হয়। বলা উচিত, ভাল টিম, কিন্তু অনেক ফাঁক আছে।বিরাট, রোহিত ছাড়া প্রধান ব্যাটসম্যান আর কাকে বলা যায়? মিডল অর্ডারের ভঙ্গুর চেহারা তো দেখাই গেল, সেমিফাইনালের আগেও। আমাদের ফিল্ডিং নাকি সেরা? অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডিং দেখলাম না? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সব দলই ফিল্ডিংয়ে জোর দিয়েছে। আমাদের সেরা ফিল্ডার রবীন্দ্র জাদেজাকে অনেক ম্যাচে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। ফিল্ডিংকে কত যে গুরুত্ব !ময়নাতদন্তে অনেক ভুল বেরিয়ে আসে, যা হয়তো আগে বোঝা যায় না। কিন্তু, পোস্টমর্টেম হবে তো বটেই, ক্রিকেট—দেশ বলে কথা, ক্রিকেটাররা জাতীয় নায়ক। গোঁ। দুই রিস্ট স্পিনার নিয়েই খেলব। মানে, জাদেজা বাদ। আইপিএল---এ চাহাল এবার তেমন ভাল করেননি। কুলদীপ তো কেকেআর টিম থেকেই বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোঁ, দুই রিস্ট স্পিনার। একটা লোক পৃথিবীর সেরা ফিল্ডার, যথেষ্ট ভাল স্পিনার, লড়াকু ব্যাটসম্যান। তবু, বাদ।রোজ রোহিত বা বিরাট বড় ইনিংস গড়ে দেবেন, হয় না। চার নম্বরে কে? 'সর্বকালের সেরা' দল খুঁজে পেল না। ঋষভ পন্থ ভাল। কিন্তু ৫০ ওভারের ম্যাচে গিয়ার পাল্টাতে হয়, কখনও প্রতিরোধ, কখনও আক্রমণ। ৬ নম্বরে চলতে পারে, ৪—এ হয়? হার্দিক ও ঋষভকে বলা হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। আপাতত যা দেখলাম, ওঁরা পরিণত নন। সেমিফাইনালে দুজনই মোটামুটি দাঁড়িয়ে ৩২ করলেন। একজন হাফ সেঞ্চুরি করলেই ম্যাচটা হারতে হয় না।ধোনির বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রথম দিকে রান বাড়াতে পারছেন না। তো, ৫ রানের মধ্যে যখন বিরাট ও রোহিত আউট, ঘোর বিপর্যয়, তখন ইনিংস ধরার জন্য ৪ নম্বরে ধোনি নয়? 'সেরা' টিমের সেরা কোচ কী ভাবেন? ওই পরিস্থিতিতে ঋষভ? ধোনির আগে এমনকী কার্তিকও? কার্তিক গত আইপিএল—এ কেকেআর টিমেই নিজেকে নামাতে নামাতে সাতে নিয়ে গেছেন। নিদহাস ট্রফিতে ৯ বলে ২৮ করে ম্যাচ জিতিয়েছেন, স্লগ ওভারে। এটা বিশ্বকাপ, টিম দুর্বিপাকে, ইনিংস ধরতে হবে, তবু আগে কার্তিক? গোঁয়ার্তুমি নয়? উইকেট থেকে স্পিনারদের তেমন কিছু পাওয়ার নেই, দুই রিস্ট স্পিনারই ব্যর্থ, তবু পেসে জোর বাড়িয়ে সামি নয়, ৪ ম্যাচে যাঁর ১৪ উইকেট !এসব বিষয়ে বলার ও লেখার জন্য বিশেষজ্ঞরা আছেন। এই উটকো সাংবাদিক একটা বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছে। বিশ্বকাপ থেকে তো ছুটি হয়ে গেল, কিন্তু বিশ্বকাপ চলার সময়ও কি ছুটি? অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও পরিবার ছিল। কোনও দেশের ক্রিকেটাররা কি পারিবারিক মিষ্টি—মিষ্টি ছবি প্রচার করেছেন? অধিনায়ক বিরাট কোহলি, শোচনীয় উদাহরণ।

এখন নাকি বিশ্রাম বেশি দেওয়া উচিত। তা ভাল। কিন্তু, বিরাট, বিরাট ব্যাটসম্যান, তিনি শর্টস পরে সস্ত্রীক কত ছবি প্রচার করলেন? শর্টস অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটাররা আরও বেশি পরেন। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট চলার সময়ে সেই ছুটি---ছবি টুইটারে ছড়িয়ে দেন না। এত ছুটি কীসের? ছুটি—ছুটি ভাব কেন? ফোকাস নেই কেন? মেসি—রোনাল্ডোরাও কিন্তু বড় টুর্নামেন্ট চলার সময়ে ছুটির মেজাজে থাকেন না।১৯৯০ বিশ্বকাপ ফুটবল ফাইনাল ম্যাচ। ১৯৮৬ সালে আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ দিয়েছেন মারাদোনা। ১৯৯০ সালেও ভরসা, ব্রাজিল ম্যাচে অবিস্মরণীয় দৌড়, ড্রিবল, বেড়া টপকাতে টপকাতে বক্সে পৌঁছে ক্যানিজিয়াকে নিখুঁত পাস, গোল। ১৯৯০ ফাইনাল শুরুর সময়ে, মাঠে দেখা গেল মারাদোনার মাথায় বল স্থির, অসাধারণ দৃশ্য। আর্জেন্টিনা হারার পর, চুনী গোস্বামী লিখেছিলেন, ফাইনাল ম্যাচের আগে ফোকাস থাকবে তো শুধু খেলাতেই, অনাবশ্যক শো কেন? মারাদোনা গোটা টুর্নামেন্টে ফোকাস ধরে রেখেছিলেন। তবু, ফাইনাল শুরুর আগের মুহূর্তে চিরশ্রেষ্ঠ ফুটবলারের সমালোচনা করেছিলেন চুনী এবং ঠিকই করেছিলেন। কেউ কি বিরাট কোহলিকে বলবেন, টেনশন চাই, সেই টেনশনকে দৃঢ় মানসিকতায় পরিণত করা চাই, সে তুমি যতই বিরাট কোহলি হও না কেন। মনে হয়, টিমে ঢিলে মনোভাব ছড়িয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমিকরা এই ছুটি—ভাব হজম করতে পারবেন? পৃথিবীর এক নম্বর ব্যাটসম্যান, অধিনায়ক, আপনাকেই বলি, ৪ বছর পর আবার বিশ্বকাপে খেলবেন, ছুটি—ভাবটা ছাড়ুন।

# রোহিত—কোহলির অশান্তি চরমে দু'টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত টিম ইন্ডিয়া

আজকাল ওয়েবডেস্ক: অশান্তির চোরাস্রোত ছিল। দল বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ার পর প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। টিম ইন্ডিয়ায় পরিষ্কার দুটো গ্রুপ হয়ে গেছে। একটা অধিনায়ক বিরাট কোহলির গ্রুপ। যে গ্রুপে কোচ শাস্ত্রীও রয়েছেন। অপর গ্রুপে আছেন সহ অধিনায়ক রোহিত শর্মা। একটি হিন্দি সংবাদপত্রের সূত্র অনুযায়ী টিম ইন্ডিয়ার এক সদস্য নাকি জানিয়েছেন, দলে এখন দুটো গোষ্ঠী রয়েছে। বলা হচ্ছে, কোচ ও অধিনায়কই যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেন। যেখানে রোহিতের মতামত চাওয়া হয় না। যা নিয়ে চটে আছেন রোহিত। যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের সময় দেখা গেছে। যেখানে চার নম্বরে অম্বাতি রায়ডুর জায়গায় বিজয় শঙ্করকে নেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা কোহলি সমর্থন পেয়ে যাচ্ছেন সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স এর প্রধান বিনোদ রাইয়ের। সেকারণেই নাকি কুম্বলেকে সরানো সহজ হয়ে গিয়েছিল কোহলির পক্ষে। এটা ঘটনা কোহলির সঙ্গে মতের মিল না হওয়াতেই কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ান কুম্বলে। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, কোহলির সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ক্রিকেটার লোকেশ রাহুল। তাই দল নির্বাচনে কোহলির পছন্দের ক্রিকেটাররা অগ্রাধিকার পান। চাহালও কোহলি ঘনিষ্ঠ। তাছাড়া খেলেন আরসিবিতে। তাই একজন রিস্ট স্পিনারের দরকার পড়লে চাহালই প্রথম পছন্দ হয়ে যায়। বাদ পড়তে হয় কুলদীপকে। ঠিক তেমনি রাহুলও ব্যর্থ হলেও সুযোগ পেয়ে যান। অন্যদিকে রোহিত গোষ্ঠীর একনম্বর লোক বুমরা। কিন্তু বুমরা কিংবা রোহিতের পারফরম্যান্স এতটাই ভাল যে দুই ক্রিকেটারকে বাদ দেওয়ার সাহস কোহলি কিংবা শাস্ত্রীর নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, শাস্ত্রী, ভরত অরুণ এবং সঞ্জয় বাঙ্গারের। তারপর ফের কোচ নির্বাচন হবে। কোহলি চাইবেন শাস্ত্রী থেকে যান। আবার বাকি ক্রিকেটারদের অনেকেই শাস্ত্রী ও বোলিং কোচ ভরত অরুণের উপর ক্ষিপ্ত। মুখ খুলতে ভয় পান। পাছে দল থেকে বাদ পড়তে হয়। টিম ইন্ডিয়ার একাধিক ক্রিকেটার চাইছেন, শাস্ত্রী ও অরুণের যেন মেয়াদ না বাড়ানো হয়। এরা থাকলে কোহলি নিজের পছন্দমতো দল চালাবেন। এমনি এমনি তো আর টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচে একই গ্যালারিতে থাকলেও ঋতিকা—অনুষ্কা পরস্পরের মুখ পর্যন্ত দেখেননি!

# ১৭ বছর আগে আজকের দিনে ভারতীয় ক্রিকেট সাক্ষী ছিল এক স্মরণীয় ঘটনার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ২০০২ সালের ১৩ জুলাই। লর্ডস দেখেছিল এক বাঙালির দাদাগিরি। ইংল্যান্ডকে হারিয়ে লর্ডসে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল সৌরভ গাঙ্গুলির টিম ইন্ডিয়া। লর্ডসের ব্যালকনিতে জামা উড়িয়েছিলেন সৌরভ। ১৭ বছর আগে এই দিনে লর্ডসে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত—ইংল্যান্ড। প্রথমে ব্যাট করে ৩২৫ তুলেছিল ইংল্যান্ড। ইংরেজ ওপেনার মার্কাস ট্রেসকোথিক ১০৯ রান করেছিলেন। অধিনায়ক নাসের হুসেনের ব্যাট থেকে এসেছিল ১১৫। জবাবে টি২০ ক্রিকেটের মতো আক্রমণ শুরু করেছিলেন ভারতের দুই ওপেনার সৌরভ গাঙ্গুলি ও বীরেন্দ্র শেহবাগ। ১৫ ওভারের মধ্যেই ১০০ তুলে ফেলেছিল ভারত।সৌরভ—শেহবাগ প্রথম উইকেটের জুটিতে ১০৬ রান যোগ করেছিলেন। এরপর আচমকাই ভারতীয় ইনিংসে ধস নামে। সৌরভ, শেহবাগ ছাড়াও দীনেশ মোঙ্গিয়া, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার দ্রুত ফিরে যান। ১০৬/০ থেকে ভারত হয়ে যায় ১৪৬/৫।এরপর উইকেটে আসেন দুই তরুণ যুবরাজ সিং ও মহম্মদ কাইফ। বাকিটা ইতিহাস। যুবরাজ যখন ৬৯ করে আউট হন, ভারতের তখনও দরকার ৫৯। দলকে জয়ের পথে নিয়ে যান কাইফ। এরপরই ভারতীয় ড্রেসিংরুমে উৎসব শুরু হয়ে যায়। সৌরভ গাঙ্গুলি লর্ডসের ব্যালকনিতে নিজের জামা উড়িয়েছিলেন। যা ওই ম্যাচের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হিসেবে রয়ে গেছে। কিছু প্রাক্তন ইংরেজ সমালোচনাও করেছিলেন। তাতে অবশ্য সৌরভের কিছু যায় আসে না। সময় কত দ্রুত বয়ে যায়। দেখতে দেখতে ১৭ বছর হয়ে গেল!

## *'ফাইনালের টিকিট বিক্রি করে দাও', ভারতীয় ভক্তদের কটাক্ষ করলেন এই কিউয়ি ক্রিকেটার*

ভারতীয় সমর্থকদের কটাক্ষ করলেন নিউজিল্যান্ড অলরাউন্ডার জিমি নিশাম। ভারত ফাইনালে উঠবে এই আশায় লর্ডসের গ্যালারির টিকিট কেটে রেখেছিলেন ভারতীয় ভক্তরা। কিন্তু সেমিফাইনালে কিউয়িদের কাছে হেরে বিদায় নিতে হয়েছে বিরাটদের। মন ভেঙে গেছে ভারতীয় ভক্তদের। তার মধ্যে শনিবার আবার টুইটারে ভারতীয় ভক্তদের খোঁচা দিলেন নিশাম। তিনি অবশ্য ভারতীয় ভক্তদের একটা অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সেই অনুরোধে রয়েছে কটাক্ষ। নিশাম বলে দিয়েছেন, 'প্রিয় ভারতীয় ভক্তরা। তোমরা যদি ফাইনাল দেখতে না চাও। তাহলে টিকিটগুলি অনলাইনে বিক্রি করে দাও। জানি এতে তোমাদের অনেক লাভ হবে। একইসঙ্গে অনেক কিউয়ি ভক্ত মাঠে আসতে পারবে।' এই টুইটে রাগ হওয়ারই কথা ভারতীয়দের। একে তো ফাইনালে না উঠতে পারার যন্ত্রণা। তার উপর নিশামের এই কটাক্ষ। এটা ঘটনা যে অনেক ভারতীয়ই ফাইনালের টিকিট কেটে রেখেছিলেন। এখন তাঁদের কাছে দুটো উপায় রয়েছে। হয়, ফাইনাল দেখতে যাওয়া। নয়ত টিকিট বিক্রি করে দেওয়া। তবে নিশাম কিন্তু খোঁচা মেরেই দিলেন।

# ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বিশ্রামে বিরাট, অধিনায়ক রোহিত

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সম্ভবত বিশ্রাম নেবেন বিরাট কোহলি। তাঁর বদলে দলকে টি২০ ও একদিনের সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। দুই টেস্টের সিরিজেও যদি বিরাট না খেলেন, সেক্ষেত্রে লাল বলের ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করবেন অজিঙ্কা রাহানে। জসপ্রীত বুমরাকে সম্ভবত গোটা সিরিজেই বিশ্রাম দেওয়া হবে।ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে প্রথমে তিনটি টি২০ ম্যাচ খেলবে ভারত। প্রথম খেলা ৩ আগস্ট। যার প্রথম দুটি ম্যাচ হবে ফ্লোরিডায়। এরপর রয়েছে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। বিশ্বকাপের আগে থেকেই টানা খেলে চলেছেন কোহলি ও বুমরা। দুই ক্রিকেটারই দেশের হয়ে তিন ঘরানার ক্রিকেটে খেলেন। তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বোর্ড সূত্রে খবর। কোহলি, বুমরা ছাড়াও আরও কয়েকজন ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। তবে ধোনিকে নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে থাকবেন কিনা তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা পাওয়া যায়নি। এখন থেকে যেকোনও টেস্ট সিরিজ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হবে। তাই সতর্ক বিসিসিআই। একটা ভাল দলই তৈরি করা হবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। ২২ আগস্ট থেকে শুরু ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। ১৪ জুলাই ভারতীয় দল মুম্বই ফিরবে। তারপরই ক্যারিবিয়ান সফরের দল ঘোষণা করা হবে।

# বিরাটরা ছিটকে যাওয়ায় স্টার স্পোর্টসের ক্ষতি হল প্রায় ১৫ কোটি

আজকাল ওয়েবডেস্ক: কোহলিরা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে স্টার স্পোর্টস। ভারত ফাইনালে না যাওয়ায় অন্তত ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা ক্ষতি হল বিশ্বকাপে সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা চ্যানেলটির। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে ভারত ১৮ রানে হেরে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে স্টার স্পোর্টস কর্তৃপক্ষের। জানা গেছে ভারত ফাইনালে গেলে ১০ সেকেন্ডের একটি বিজ্ঞাপন থেকে স্টারের আয় হত ২৫—৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইংল্যান্ড—নিউজিল্যান্ড ফাইনালে সেই বিজ্ঞাপন থেকে আয় হবে ১৫—১৭ লক্ষ টাকা। অবশ্য ভারত ছিটকে গেলেও আইপিএল ও বিশ্বকাপে বিজ্ঞাপন থেকে প্রচুর লাভ করে নিয়েছে স্টার স্পোর্টস। জানা গেছে বিশ্বকাপে প্রতিটি ম্যাচে ৫৫০০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপন দেখানোর সময় পেয়েছে স্টার। ফাইনালে সেটা বেড়ে হত ৭০০০ সেকেন্ড। কিন্তু ভারত ছিটকে যাওয়ায় বিজ্ঞাপনের সময় বাড়লেও লাভ হল না সম্প্রচারের দায়িত্বে থাকা সংস্থার। বিশ্বকাপের জন্য ৪০টি বিজ্ঞাপনী সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ছিল স্টারের। ভারত ছিটকে যাওয়ায় বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোও ভেঙে পড়েছে।

## *বিশ্বকাপেও কেলেঙ্কারি? ফাইনাল খেলাবেন বিতর্কিত আম্পায়ার*

লন্ডন: বিশ্বকাপ ফাইনালে মাঠের দুই আম্পায়ারের নাম ঘোষণা করল আইসিসি। ইংল্যান্ড - অস্ট্রেলিয়া সেমিফাইনালের দায়িত্বে থাকা মারিয়াস এরাসমাস ও কুমার ধরমসেনা জুটি থাকছেন ফাইনালেও। বিশ্বকাপে আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে।নতুন সংযোজন বৃহস্পতিবারের সেমিফাইনালে। কামিন্সের বলে জেসন রয়কে কট বিহাইন্ড আউট দেন কুমার ধরমসেনা। যদিও রিপ্লেতে পরিষ্কার দেখা গিয়েছে, লেগ স্ট্যাম্পের বাইরের বল এবং রয়ের গ্লাভসের থেকে বেশ কিছুটা দূর দিয়ে উইকেটরক্ষকের হাতে জমা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আউট নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ইংল্যান্ড ওপেনার জেসন রয়।দীর্ঘক্ষণ মাঠের দুই আম্পায়ারকে বোঝানোর চেষ্টা করেন বল কোনোভাবেই তাঁর ব্যাট কিংবা গ্লাভসে লাগেনি। রিভিউ না থাকায়, শেষ অবধি হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয় রয়কে। মাঠে আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য ম্যাচ ফি"র ৩০ শতাংশ জরিমানাও করা হয়েছে রয়কে। ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়া আম্পায়ার কুমার ধরমসেনার কিছুই হয়নি। উলটে ফাইনাল খেলানোর দায়িত্ব দেওয়া হল ধরমসেনাকে।

## *শেহবাগের স্ত্রীর সঙ্গে প্রতারণা!*

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ব্যবসায় অংশীদারের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন বীরেন্দ্র শেহবাগের স্ত্রী আরতী। তিনি মামলা দায়ের করেছেন। অভিযোগে দেশের প্রাক্তন ওপেনারের স্ত্রী বলেছেন, অংশীদার তাঁর সই নকল করে অন্য একটি সংস্থা থেকে ৪.৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন। কিন্তু সেই টাকা শেষ পর্যন্ত পরিশোধ করতে পারেননি। প্রায় একমাস আগে অভিযোগ করেছিলেন আরতী। তদন্তের পর পুলিশ শুক্রবার মামলা দায়ের করেছে ওই অংশীদারের বিরুদ্ধে। এক অংশীদারের সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলেন আরতী। কিন্তু সেই অংশীদার প্রতারণা করলেন বীরেন্দ্র শেহবাগের স্ত্রীর সঙ্গে। দ্রুত প্রতারককে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন আরতী।

# *বিশ্রামে ধোনি-কোহলি ক্যারিবিয়ান সফরে রোহিতের দলে কাদের দেখা যেতে পারে?*

হাতে আর কয়েক'টা দিন। তারপরেই ক্যারিবিয়ান সফরে রওণা দেবে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্বকাপের বর্থতা ভুলে নতুন ভাবে শুরু করতে চায় ভারতীয় দল। জেসন হোল্ডারদের দেশ এক মাস বাপী সফরে পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলবে ভারত। টি-২০ দিয়ে শুরু, ওয়ান-ডে হয়ে টেস্টে শেষ।সফরে তিনটি টি-২০, তিনটি ওয়ান-ডে ও দু''টি টেস্ট রয়েছে।আইপিএলের পর কিছুদিনের ব্রেক নিয়েই টিম ইন্ডিয়া রওণা দিয়েছিলে ইংলান্ডে। বিশ্বকাপের ধকলের কথা মাথায় রেখেই বিসিসিআই দলের তারকা খেলোয়াড়দের এখন পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে চায়। দেখতে গেলে কারিবিয়ান সফরে থাকছেন না দলের অধিকাংশ স্টার ক্রিকেটারই। এমনটাই রিপোর্ট টাইমস অফ ইন্ডিয়ার। তাদের সূত্রের খবর ওয়েস্ট ইন্ডিজে যাচ্ছেন না বিরাট কোহলি, এমএস ধোনি, হার্দিক পাণ্ডিয়া ও জসপ্রীত বুমরারা। কোহলির পরিবর্তে ক্যাপ্টেনসির বাটন সামলাবেন রোহিত শর্মা। চলতি মাসের ১৭-১৮ তারিখে মুম্বইতে নির্বাচকরা ক্যারিবিয়ান সফরের জন্য দল ঘোষণা করবেন। তখনই দেখা যেতে পারে রদবদল। এক ঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়েই দল করতে চলেছেন নির্বাচকরা।

এমনটাই জানা যাচ্ছে এখন।আপাতত টি-২০ আর ওয়ান-ডে-র কথাই ভাবছে বোর্ডে। টেস্টের কথা পরে ভাববে তারা। বোর্ডের এক সূত্র জানাচ্ছেন, ''দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই এই সিরিজের টি-২০ আর ওয়ান-ডে খেলবে না। বিশ্বকাপে অসম্ভব খাটনি গিয়েছে বিরাট আর এমএসের। হার্দিক আর বুমরাও বতিক্রম নয়। ওদের অবশ্যই বিশ্রামে পাঠানো হবে। রোহতি টি-২০ আর ওয়ান-ডে খেলবে। ওই ওয়েস্ট ইন্ডিজে দলের নেতৃত্ব দেবে।২০২৩ বিশ্বকাপের কথা ভেবে ভারত এখন থেকেই তরুণ ক্রিকেটারদের পরখ করে নিতে চাইবে। ফলে কারিবিয়ান সফরে যে ভারতীয় দলটা যাবে সেখানে তারুণ্যেরই আধিক থাকবে, তা আর বলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এই মুহূর্তে বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, ময়ঙ্ক আগরওয়াল, পৃথ্বী শাউ, খালিল আহমেদ ও শুভমান গিল থাকবেন টিমে।

# কেন রায়ডু নয়? থিঙ্কট্যাঙ্কের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গাভাসকার

নিউজিল্যান্ডের কাছে ১৮ রানে হেরে বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ২৪০ রানের লক্ষ্যে নেমে ওপেনিং থেকে মিডল অর্ডার পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে। রান পেয়েছেন শুধু জাদেজা ও ধোনি। গোটা টুর্নামেন্টে এত ভাল খেলে ফাইনালে না উঠতে পারায় ভারতীয় ভক্তরা ভেঙে পড়েছেন। সেমিফাইনালে ভারতের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে। ৫ রানের ভিতরে ৩ উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও ধোনিকে নামানো হয়নি। তাঁকে নামানো হয় সাতে। ধোনির আগে ঋষভ পন্থ, দীনেশ কার্তিক, হার্দিক পান্ডিয়াদের পাঠানো হয়। ওই কঠিন পরিস্থিতিতে কেন ধোনিকে আগে পাঠানো হল না, তা নিয়ে প্রাক্তনরা ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। তালিকায় নতুন সংযোজন সুনীল গাভাসকার। ভারতীয়

থিঙ্কট্যাঙ্কের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে সানি বলেছেন, 'গত কয়েকবছরে বেশ কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেমন অম্বাতি রায়ডুর কথাই ধরুন। বিশ্বকাপ দলে রায়ডুকে সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে কেন ডেকে আনা হল তার ঠিকঠাক উত্তর কেউ দিতে পারবেন? দেশের হয়ে একটিও একদিনের ম্যাচ খেলেনি মায়াঙ্ক। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের আগে মায়াঙ্ক দলের সঙ্গে যোগ দেয়। তাই মায়াঙ্ককে খেলানোর সুযোগ ছিল না। আর জায়গা থাকলেও মায়াঙ্ক চাপ নিতে পারত? স্ট্যান্ডবাই রায়ডুকে কেন আনা হল না? খুব হতাশ থিঙ্কট্যাঙ্কের এই সিদ্ধান্তগুলো দেখে।' সৌরভ গাঙ্গুলি, শচীন তেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণরাও টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আর গাভাসকার তো একেবারে থিঙ্কট্যাঙ্কের উপর ক্ষোভ উগড়ে দিলেন।

# পশ্চিম জেলা অনূর্ধ্ব-১১ ফুটবল ও এ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** পশ্চিম জেলাভিত্তিক অনূর্ধ ১১ এ্যাথলেটিক্স ও ফুটবল প্রতিযোগিতা গতকাল বাধারঘাট দশরথদেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এ্যাথলেটিক্সে নির্বাচিত ৬জন বালিকা এবং ৬জন বালক আগামীকাল রাজ্যভিত্তিক এ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ করবে। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১১ ফুটবলে পশ্চিম জেলার ৩ মহকুমার ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। প্রথম পর্যায়ে সদর মহকুমা ও মোহনপুর মহকুমার ফুটবল দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ১-০ গোলে সদর মহকুমা দল মোহনপুর ফুটবল দলকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে জিরানীয়া ও সদর মহকুমার ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৫-৪ গোলে (ট্রাইবেকারে) জিরানীয়া মহকুমা সদর মহকুমাকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। বিজয়ী জিরানীয়া মহকুমা আগামীকাল বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

CMYK

জাগরণ 14 July, 2019, Sunday আগরতলা ১৪ জুলাই, ২০১৯ ইং, ২৮ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শনিবার ইন্ডিয়ার বিল্ডিং কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

# সংসদ চত্বরে বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান

**অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।**
নয়াদিল্লি, ১৩ জুলাই : সংসদ চত্বরে দু-দিন ব্যাপী বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযানে শনিবার সকাল সকাল ঝাড়ু হাতে দেখা গেল লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-কে। শনিবাসরীয় সকালে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"-এর অংশ হিসাবে সংসদ চত্বর ঝাড়ু দিয়ে সাফ করলেন মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী, বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। ছিলেন অর্থ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুরও।
এদিন এই 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'-এর অংশ হিসাবে এই বিশেষ স্বচ্ছতা অভিযান সম্পর্কে স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ১৫০তম বর্ষে তাঁরই কল্পনা প্রসূত স্বচ্ছতা অভিযান মানুষের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার বার্তা দিচ্ছে।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হেমা মালিনীও বলেছেন, 'মহাত্মা গান্ধীর জন্মের ১৫০তম বছরে সংসদের স্পিকার যে "স্বচ্ছ ভারত অভিযান"-এর উদ্যোগ নিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আগামী সপ্তাহে আমি মথুরা ফিরে যাব, সেখানেও এই অভিযান করব।'

## বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন টাউন ইন্দ্রনগরের জগতপুর এলাকার আচার্যপাড়ায় একটি কাঁঠের সেতু দীর্ঘদিন ধরে মরণফাঁদে পরিণত হয়ে আছে। এই সেতু দিয়ে বাইক নিয়ে যাবার পথে শনিবার এক কলেজ ছাত্র বাইক নিয়ে নীচে পড়ে ভাগ্যিস অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছে। ছাত্রটির নাম মিলটন দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন টাউন ইন্দ্রনগরের জগতপুর লোকার আচার্যপাড়ায় একটি কাঠের সেতু বছরের পর বছর ধরে সংস্কার করা হচ্ছে না। সেতুটির কাঠগুলো ভেঙে চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মরণফাঁদে পরিণত হওয়া এই সেতুটি সংস্কারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসী দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু পূর্ত দপ্তর সেতুটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। এর ফলে প্রায়ই এই সেতুতে দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। গত কয়েকদিন আগেও এক ব্যক্তি সেতু থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। তার দাঁত ভেঙে গেছে। এ ধরনের ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটে চলেছে। এই সেতুর উপর দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ এই সেতুটি সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ।
শনিবার এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্র মিলটন দাস বাইক নিয়ে ভাড়া বাড়ি থেকে বের হচ্ছিল। সেতুর উপরে উঠতেই বাইকের চাকা স্লিপ করে সেতুর নিচে পড়ে যায়। সেতুটির দু'পাশে রিলিংও নেই। ভাগ্যিস বাইকটি নীচে পড়ে গেলেও ওই ছাত্রটি গলা গাছের ঝোপে পড়ে অল্পেতে প্রাণে বেঁচে গেছে। স্থানীয় লোকজনরা ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ছুটে আসেন। সেখান থেকে ছাত্রটিকে তারা উদ্ধার করেন। এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। পুরুষ, মহিলা সহ এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেঁটে পড়েন। তারা অভিযোগ করেন, প্রায় ১৫ বছর ধরে ওই কাঠের সেতুটি একই অবস্থায় চলেছে। মাঝে মধ্যে কাঠ লাগিয়ে সেতু পারাপারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কিছুদিন গেলেই সেই কাঠ নষ্ট হয়ে যায়। গত বেশ কিছুদিন ধরেই সেতুটি মরণফাঁদে পরিণত হলেও পূর্ত দপ্তর কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এলাকাবাসী স্থানীয় বিধায়ক সহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে সেতুটি সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে ইতিবাচক কোন সাড়া পাচ্ছেন না। শনিবার এক কলেজ ছাত্র বাইক নিয়ে সেতু থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনার পর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে অবিলম্বে এখানে পাকা সেতু তৈরি এবং রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। টাউন ইন্দ্রনগরের জগতপুর এলাকার আচার্যপাড়ায় কাঠের সেতু সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে তারা স্থানীয় বিধায়কের কাছেও দাবি জানিয়েছেন।

## চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে হেরোইন সহ গ্রেফতার এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ গ্রহণ করলেও নেশা কারবারীরা তাদের নেশা বানিজ্য অব্যাহত রেখেছে। অবশ্য, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীও নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখে। পূর্ব থানার পুলিশ ও আসাম রাইফেলস-চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে হেরোইন নেশা সামগ্রীসহ এক নেশা হেরোইন নেশা সামগ্রী সহ এক নেশা কারবারীকে আটক করেছে। তার নাম জয়ন্ত দেবনাথ, বাড়ি জিরানীয়ায়। রাজধানী আগরতলা শহরের চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে অভিযান চালিয়ে পূর্ব থানার পুলিশ ও আসাম রাইফেলস এক নেশা কারবারীকে নেশা সামগ্রীসহ আটক করেছে। তার নাম জয়ন্ত দেবনাথ। বাড়ি জিরানীয়া। তার কাছ থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। পূর্ব থানার পুলিশ জানিয়েছে গতকাল রাতে গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস ২১ নম্বর সেক্টরের মেজর অঙ্কুর চৌহান ও পূর্ব থানার সাব ইন্সপেক্টর চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে হানা দেয়। তাদের কাছে খবর ছিল এক যুবক নেশা কারবারী নেশা সামগ্রী নিয়ে চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জয়ন্ত দেবনাথ নামে এক নেশা কারবারীকে নেশা সামগ্রীসহ হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। চক্রটি দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় রয়েছে বলেও জানা গেছে। আটক যুবক জয়ন্ত দেবনাথের কাছ থেকে ৪ দশমিক ২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। ২১০টি কোটার মধ্যে হেরোইন রাখা ছিল।
এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পূর্ব থানার পুলিশ জানিয়েছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সফল করতে আরক্ষা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর বলেও পুলিশ জানিয়েছেন।

## জাতীয় লোক আদালতে রাজ্যে ৭৯৫টি মামলার নিস্পত্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** সারা দেশের সাথে সাযুজ্য রেখে রাজ্যে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। সারা রাজ্যে ৪৮টি আদালতে ৬,০১৮টি মামলা শুনানির জন্য নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, মাত্র ৭৯৫টি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে। তাতে, ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪০৯ টাকা আদায় হয়েছে।
এ-বিষয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ জানান, দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়া থেকে বিচারপ্রার্থীদের রেহাই দেওয়ার উদ্দেশ্যেই লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বেও রাজ্যে লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, বাদী-বিবাদী পক্ষের সাথে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার নিস্পত্তির লক্ষ্যেই লোক আদালতের আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন, সারা দেশেই আজ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে লোক আদালতে ভাল সাড়া মিলেছে।
এদিন তিনি জানান, যান দূর্ঘটনা, বিবাহ বিচ্ছেদ, ব্যাঙ্ক ঋণ, বিএসএনএল-র বিল সহ বিভিন্ন ফৌজদারী মামলা, এমএসিটি মামলা, এনআই এ্যক্ট মামলা লোক আদালতে শুনানির মাধ্যমে নিস্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আদালতের পক্ষ থেকে আইনজীবী নিয়োগের মাধ্যমেও সহায়তা প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, অনেক মামলাকারী টাকার অভাবে মামলা পরিচালনায় অসমর্থ হন। তাঁদের লোক আদালতে বিশেষ সহায়তা প্রদান করা হয়।
এদিকে, ত্রিপুরা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আজ সারা রাজ্যে ৪৮টি আদালতে জাতীয় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে, মোট ৬,০১৮টি মামলা নিস্পত্তির জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৭৯৫টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। তাতে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪০৯ টাকা আদায় হয়েছে।

## আর্সিয়াকে সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** উজবেগিস্তানে এশিয়ান স্কুল চ্যাম্পিয়নশীপে রাজ্যের মেয়ে আর্সিয়া দাস শিশু দাবায় স্বর্নপদক লাভ করেছে। রাজ্যে ফিরে শুভেচ্ছা ও সম্বর্ধনায় ভাসছে সেই ছোট্ট মেয়ে আর্সিয়া। ডিওয়াই এফআইয়ের পক্ষ থেকেও শনিবার আর্সিয়াকে সম্বর্ধনা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। ডি ওয়াই এফ আই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আর্সিয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন। কিছুদিনের মধ্যেই গুজরাটে অনুষ্ঠেয় ন্যাশন্যাল চ্যাম্পিয়নশীপে অংশ নেবে জার্সিয়া। তাতে সে সাফল্য নিয়ে আসবে এবং রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক।

## টানা বর্ষণে বিপর্যস্ত তেলিয়ামুড়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৩ জুলাই ।।** টানা বর্ষণে জনজীবন বিপর্যস্ত তেলিয়ামুড়াতে। প্রকৃতি ইচ্ছে করলে সবই পারে। এই বর্ষণের জেরে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ১০নং ওয়ার্ডের আংশিক এলাকা জলমগ্ন। এলাকার কয়েকটি পরিবার আশ্রয় নিল ডিসিএম কমপ্লেক্সের অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সহ বিজেপি দলের কর্মীরা। এলাকার ড্রেনগুলির অবস্থা খুবই করুণ। যার ফলে ড্রেন ও নালার নর্দমার জল ফুলে ফেঁপে মানুষজনের বাড়িঘরে ঢুকছে। এদিকে টানা বৃষ্টি না কমলে পুর কর্তৃপক্ষও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না ড্রেনগুলি সংস্কারের জন্য। অন্যদিকে, একই অবস্থা পুর

ছয়ের পাতায় দেখুন

# স্মার্টসিটি প্রজেক্ট এবং মডেল স্টেট তৈরির ক্ষেত্রে প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** স্মার্টসিটি প্রজেক্ট এবং মডেল স্টেট তৈরির ক্ষেত্রে প্রকৌশলী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌দের সার্বিক সহযোগিতা আহ্বান করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। শনিবার ত্রিপুরা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের ত্রিপুরা সেন্টারে চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে শিক্ষামন্ত্রী এই আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, সভ্যতার ক্রম বিকাশে প্রকৌশলীদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকার ফলেই সভ্যতার ক্রম বিকাশ ঘটে চলেছে। এই ক্রম বিকাশের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের নিরলসভাবে কাজ করতে হবে। ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের ত্রিপুরা সেন্টার তাদের চতুর্দশ রাজ্য সম্মেলনে এইসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। শ্রী নাথ বলেন, পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রকৌশলীরা যথেষ্ট আন্তরিকতা নিয়েই কাজ করে চলেছেন। এর ফলেই রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন নির্ধারিত মাত্রায় এগিয়ে চলেছে। সমাজ কল্যাণে ও আধুনিক সভ্যতাকে সঠিক ধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ঘর বাড়ি তৈরি, রাস্তাঘাট তৈরি সহ অন্যান্য কাজের গতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। শ্রীনাথ বলেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ যত দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হবে ততই রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটবে এবং জিডিপি'র হারও বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান সরকার আগরতলা শহরকে স্মার্টসিটি প্রজেক্টে উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। শুধু তাই নয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য হিসেবে পরিগণিত করার যে স্বপ্ন দেখছেন তাকেও বাস্তবায়িত করতে প্রকৌশলীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে কাজ করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের ত্রিপুরা সেন্টারের কাজকর্মের ভূয়সী প্রশংসাও করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা শুধু নিজেদের স্বার্থসুরক্ষাতেই কাজ করেন না সমাজকল্যাণেও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

## দুস্কৃতীর খোঁজে গিয়ে পুলিশ জনতা খন্ডযুদ্ধ চুঁচুড়ায়, পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ

হুগলি, ১৩ জুলাই (হি. স.) : এক দুস্কৃতীর খোঁজে এসে রাতভর পুলিশী জুলুমের প্রতিবাদে এলাকা উত্তপ্ত হল হুগলির চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগর। প্রতিবাদস্বরূপ ১২ ঘন্টা এলাকা বনধের ডাক দিলে এলাকাবাসী।শনিবার সকাল ১০ টা, শুনশান এলাকা, বন্ধ বাজার। পুলিশি সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে এদিন সকালে বিরাট মিছিল করে চুঁচুড়া রবীন্দ্রনগরের সাধারণ মানুষ।জি টি রোডে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বনধ করে তারা।প্রায় এক ঘন্টা অবরোধ চলার পর পুলিশী হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়।দিনের ব্যাস্ত সময়ে জিটি রোডে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পরে জিটি রোডের যাতায়াত কারীরা।ইদানিং চুঁচুড়ায় দুস্কৃতীদের বারবারান্তে নাভিশ্বাস উঠে এলাকাবাসীদের।
মাস দেড়েক আগেই ক্লাবের মধ্যে গুলিতে খুন হয়েছিল এক সমাজ বিরোধী। তারপর চলতি মাসেই ব্যান্ডেলে খুন হন তৃণমূল নেতা দিলীপ রাম।এরপরই প্রবল সমালোচনার মুখে পরে রাজ্যের শাসকদল ও পুলিশ প্রশাসন।ফলে এর আঁচ গিয়ে পরে রাজ্যের শির্ষ দপ্তর নবান্নে।তরিঘরি চন্দননগর পুলিশ কমিশনার বদল করে নবান্ন।কিন্তু তার পরেও কাজের কাজ কিছু হয় নি।বারে বারে অগ্নিগর্ভ হচ্ছে চুঁচুড়া।ঘটনার সুত্রপাত শুক্রবার গভীর রাতে, সমাজবিরোধীদের ধরতে চন্দননগর কমিশনারেটের অতিরিক্ত কমিশনার যশপ্রীত সিং-এর নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায় চুঁচুড়ার রবীন্দ্রনগরে। পুলিশ কয়েকজনকে ধরার পর, এলাকার মানুষ ও পুলিশের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন এলাকার মহিলারা। অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এলাকাবাসীর অভিযোগ পুলিশ গুলি চালিয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের অভিযোগ মহিলাদেরকে আগিয়ে দিয়ে পেছন থেকে আততায়ীর গুলি চালিয়েছে। এর জেরে শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ হতে থাকে এলাকা।এলাকা বন্ধের পাশাপাশি টায়ার জালিয়ে জিটি রোড অবরোধ করা হয়।
এরপর দুপুরে চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে বিরাট পুলিশ বাহিনী যায় এলাকার।পুলিশের কাছে খবর আসে এলাকার 'দাদা' টোটোন বিশ্বাস এলাকাতে আছে। তাকে ধরার জন্য পুলিশ এলাকাতে ঢুকতে গেলে শুরু হয় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষ। এলাকার মানুষের দাবি, পুলিশ সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আটকে দেওয়া হয় পুলিশকে। নামে র‍্যাফ। জনতার ছোড়া ইটের আঘাতে রকপুলিশেরও।দুস্কৃতী টোটন সহ এলাকার বিভিন্ন দাগী অপরাধীদের বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালায় পুলিশ।জানা গিয়েছে এলাকা ছাড়া টোটোন। তার বাড়ির তালা ভেঙে ভিতরে ঢোকে পুলিশ।কিন্তু টোটনকে না পেয়ে ফিরে যায় পুলিশ।রাস্তা বন্ধ ও পুলিশের বিরুদ্ধে পাথর ছোঁড়া সহ গোটা ঘটনায় মোট ১২ জন কে আটক করে পুলিশ।এদিকে পাথর ইঁট বৃষ্টির জন্য তিন জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

## বাইক দুর্ঘটনায় আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।।** ঘটনার বিবরণে জানা যায় দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তির বাজার মহকুমার কাঞ্চন নগর এলাকার বাসিন্দা অলক ভট্টাচার্য্যি নিজ পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাইক দুর্ঘটনায় আহত হন। অলক ভট্টাচার্য্যি পেশায় একজন শিক্ষক। শনিবার অলক ভট্টাচার্য্য কাঞ্চন নগর নিজ বাসভবন থেকে বের হয়ে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে রওয়ানা দিলে শান্তির বাজার মহকুমার বেতাগা সংলগ্নস্থানে এসে বাইক থেকে ছিটকে পরে গিয়ে গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী আহত ব্যক্তিকে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহত ব্যক্তির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।

## প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ আগরতলা প্রেস ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই ।।** রাজ্যে প্রেস স্টিকার অপব্যাবহার রোধে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা এক চিঠিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার হচ্ছে। সাংবাদিক পেশার সাথে যুক্ত নন এমন ব্যক্তিরাও প্রেস স্টিকার ব্যবহার করে চলেছেন। প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, অতীতে এই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হলেও, তা ফলপ্রসূ হয়নি। প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার নিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাব গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি জানান, অসামাজিক কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরাও প্রেস স্টিকার ব্যবহার করছে বলে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
তাই, অবিলম্বে প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক। পাশাপাশি প্রেস স্টিকারের অপব্যবহার বন্ধে

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।